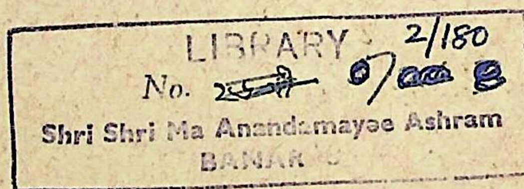
গীতা-মাধুকরী



শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

গীতা-মাধুকরী

ময়মনসিংহ-জিলান্তর্গত
যশোদল-ভট্টাচার্য্য-বংশীয়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত

প্রথম সংস্করণ
সন ১৩৬৩ সাল

মূল্য ঃ—এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক ঃ—গ্রন্থকার
২০।১১, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড, পোঃ রিজেণ্ট পার্ক,
কলিকাতা-৪০

পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কৃষ্ণকালী আয়ুর্ব্বেদ ভবন
৩৭, রসা রোড, (সাউথ) টালিগঞ্জ,
কলিকাতা-৩৩

নিউ মাতৃ ষ্টোর
১৪৪।২, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিটি টেইলারীং ষ্টোর
৭৬।২, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর ঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিমিটেড
৮।১, লাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

উপহার

....

....

সংসার-সমুদ্রতীরে বেলা শেষে নতশিরে
মাগে যাঁ'রা তাঁ'র কৃপাবিন্দু,
ভীত মনে কহে ডাকি' দয়াল, দিয়ো না ফাঁকি,
কাঁপে হিয়া তরঙ্গিত সিন্ধু।
অনাশ্রিত বন্ধুহীন দুরবল অতি দীন
চলিবার শক্তি নাহি আর ;
অর্পিনু তাঁ'দের করে শ্রদ্ধা-পূত প্রীতিভরে
মাধুকরী 'গীতা' উপহার !

রথদ্বিতীয়া
২৫।৩।৬৩ গ্রন্থকার।

গীতা-মাধুকরী।

নিবেদন।

'গীতা' হিন্দুর গৌরব। এরূপ সার্ব্বজনীন 'ধর্ম্মগ্রন্থ' জগতে বিরল। হিন্দু দর্শনের সার ও সমন্বয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসাধারণ দক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। 'গীতা-ধর্ম্ম'—অসাম্প্রদায়িক মানব-ধর্ম্ম বলিয়া মানুষ মাত্রেরই গীতা-জ্ঞান আবশ্যক। গীতা অধ্যয়নে মন নির্ম্মল হয়। নির্ম্মল মনেই ভগবদুপাসনা সম্ভব। দেহের অনিত্যতা জ্ঞানের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ-রূপী ভগবানের জ্ঞান হইলেই মানুষের কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি কমিয়া আসে, মতি ও বুদ্ধি সৎপথে চলে। গীতা অধ্যয়নেই ভক্তির মর্য্যাদা-বোধ সম্ভব। গীতা-পাঠে সংসারের অনিত্যতা বোধ জন্মিলে মানুষের অপরাধ-প্রবণতাও ক্রমে লাঘব হইবে। ধর্ম্মের সারভূত এই গীতা মানব-সমাজে যতই অধিক প্রচলিত হইবে, ততই মঙ্গল।

এই গীতা সকলের দুরধিগম্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হয়। গীতার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু নানা ভাষায় সহজ বোধ্য করিয়া মানব সমাজে অধিক প্রচালত হইলে জগতের বড়ই উপকার হইবে। ধর্ম্ম-ভীরুতা ও লোক-নিন্দার ভয় না থাকিলে মানুষ সকল অপকর্ম্মই করিতে পারে। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যদি মানুষ ভগবদস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও লাভ করিতে পারে, তবে মন কুপথে যাইতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। মানুষ কুকর্ম্মের পথে না গেলেই দেশে শান্তির শীতল বাতাস প্রবাহিত হইবে। আমার বিশ্বাস অনেকেই এই গীতার মতবাদ গ্রহণ ও অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্বভূতে প্রীতিমান্ হইয়া সর্ব্বভূত-হিতসাধনে রত হইবে। তখন হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ, অশান্তি, উপদ্রব দূরীভূত হইয়া জগতে অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ হইলেও কেহ কেহ রূপক আখ্যা দিয়া থাকেন। "ঋষিকেশ [ঋষিকা (ইন্দ্রিয়) তাহার ঈশ (কর্ত্তা—আত্মার)] ইঙ্গিতে (পুরুষ অকর্ত্তা) পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী পঞ্চ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনাদি রূপ অসংখ্য দুষ্প্রবৃত্তিকে ত্রস্ত ও পরিশেষে পরাস্ত করিয়া স্বাধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাহাই রূপকের মূল বিষয়বস্তু।

বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের সারাংশ এই ক্ষুদ্র গীতায় অতি নিপুণতার সহিত, সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের মুক্তি ও ভাবী উন্নতির উপাদেয় ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ আর কোনও গ্রন্থে এরূপ একত্র পাওয়া যায় না। এই ধর্ম্ম-কথা অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সকলেই ইহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীদাসের 'মহাভারত', 'শতনাম' ও 'পাঁচালী' গ্রন্থের ন্যায় যাহাতে অল্পশিক্ষিত সমাজেও সমধিক প্রচারিত হয়, তজ্জন্যই আমি এই গীতার মতবাদ 'গীতা-মাধুকরী' নামে সরল পদ্যে রচনা করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয়, তবেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

পরিশেষে আমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে ;— শ্রদ্ধেয়, সুপণ্ডিত ও সাহিত্য-সমালোচক, চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ও আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ মহাশয়ের ঐকান্তিক উৎসাহ আমাকে এই গ্রন্থ প্রচারে নিয়োগ করিয়াছে। তিনি গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াও আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। অলমিতি—

বিনীত—
গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ

জীব জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মানব-মনে চিরন্তনী জিজ্ঞাসা রহিয়াছে। এই জিজ্ঞাসার একমাত্র সুমীমাংসিত সিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হয় আর্য্যশাস্ত্রে, বেদ-উপনিষদ্ ও দর্শনে। গীতা এই শাস্ত্র সমুদ্র-মন্থন-জাত অমৃত। যিনি এই অমৃতের বিন্দুও আহরণ করিতে পারেন, তিনি ভাগ্যবান।

'বাইবেল' খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের, 'কোরাণ' মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু 'গীতাই' একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা সর্ব্ব-মানবীয়, কোন সম্প্রদায়ে উহা সীমিত নহে। শুভ্র সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের ন্যায় এই গ্রন্থ যুগ যুগান্ত ধরিয়া আত্ম-জিজ্ঞাসু মানবকে আলোক বিতরণ করিবে। তাই গীতা মহা-মানব-ধর্ম্ম, জীবন-বেদ। গীতোক্ত জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গমে, বহু বিসর্পিত জীবন-জিজ্ঞাসার যেমন নিবৃত্তি ঘটিয়াছে, তেমনি ঘন-কণ্টকিত গ্রন্থি-জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহেরও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হইয়াছে। যাহা অন্যত্র দুর্লভ।

বহুদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় 'গীতা-মাধুকরীতে' সরল পয়ার ছন্দে গীতার মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। দুরূহ তত্ত্বরাজির যথাসম্ভব সহজ বিকাশ তাহাতে ঘটিয়াছে। আমি ইহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহাকে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। সংস্কৃত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ ধর্ম্মকথা জানিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মানুষের মনে ভক্তিরসধারা প্রবাহিত করিতে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ক্ষমতা অধিক তাই, ভক্তি-রস-মধুর সংক্ষিপ্ত এই কবিতাবলী অতি সহজেই সহৃদয়-হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ বর্ত্তমান জগতে গীতার মঙ্গলময়ী বাণী যত অধিক প্রচার হইবে ততই মঙ্গল। সর্ব্ব-অনর্থ-বিলোপী এই 'মহাবাণী' বিশ্ব-শান্তিতে প্রযুক্ত হউক।

শ্রীদুর্গাময়ী ঔষধালয়
২৬, নেতাজী সুভাষ রোড
টালিগঞ্জ কলিকাতা-৪০
রথদ্বিতীয়া ২৫শে আষাঢ় '৬৩

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা

ওঁ

গীতা-মাধুকরী

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

আত্মার অমরত্ব

দেহ ধ্বংস হয়, আত্মা ধ্বংস নাহি হয়
পণ্ডিত বলেন,—আত্মা অমর অক্ষয় ॥
কৌমার যৌবন যথা দেহ-বিবর্ত্তন।
দেহান্তর প্রাপ্তিমাত্র, জীবের মরণ ॥
যথা জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করি নরগণ ।
পুনরায় নব-বস্ত্র করেন গ্রহণ ॥
আসি' বন্ধু কিছু দিন করি অবস্থান।
পুনরায় নিজ ধামে করেন প্রস্থান ॥
সেইরূপ দেহান্তরে আত্মার গমন।
জন্ম মৃত্যু বলি নর করেন বর্ণন ॥
'আবির্ভাব তিরোভাব'* মাত্র গতাগত।
আচার্য্যগণের এই প্রদর্শিত পথ ॥
সুখ-দুঃখ বোধ নরে মনের বিকার।
নিত্য-আত্মা, সুখ-দুঃখ বোধ নাহি তাঁ'র ॥
রক্তজবা হয় যদি স্ফটিকে বিম্বিত।
স্ফটিকও রক্ত বলি হয় অনুমিত ॥

---

*'আবির্ভাব তিরোভাব' যাওয়া আশা। বাস্তব উৎপত্তি বিনাশ নহে।

সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখ-চয়।
আত্মার বলিয়া লোক ভ্রান্তি-যুক্ত হয় ॥
আত্মারূপে ভগবান সর্ব্বভূতে রয়।
এক সূর্য্য যথা এই বিশ্ব প্রকাশয় ॥
অব্যক্ত* অচিন্ত্য† আত্মা অবিকারী হয়।
অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য চ্ছেদ-যোগ্য নয় ॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে যাঁ'র অধিকার।
সর্ব্বময় ভগবানে করি নমস্কার ॥

মৃত্যু অপরিহার্য্য

অনিত্য, বিধ্বংসী আত্মা যদি কেহ কয়।
তথাপিও শোক করা সমুচিত নয় ॥
জন্মিলেই মৃত্যু হ'বে ইহাই স্বভাব।
অনিবার্য্য মৃত্যু জন্য কেন ভয়-ভাব ?
পূর্ব্বে প্রাণী কোথা ছিল কেহ নাহি জানে।
মধ্যে প্রকাশিত হয় জন্ম অধিষ্ঠানে ॥
মৃত্যু-যোগে কোথা যায় কেহ নাহি দেখে।
যা'র যাহা অনুমান সে তাহাই লেখে ॥
দেহ নাশ হয়, নাহি আত্মার বিনাশ।
ঘটাকাশ‡ নষ্টে, নষ্ট হয় মহাকাশ ?

---

*অব্যক্ত—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। †অচিন্ত্য—মনের অগোচর।
‡আকাশ—শূন্য স্থান, ঘটের ভিতর যে শূন্য স্থান, তাহা ঘটাকাশ। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটের ভিতরের আকাশ মহাকাশে মিলিত হয়। সেইরূপ জীবাত্মা মৃত্যুর পর পরমাত্মায় মিলিত হয়।

অতএব দেহ-নাশে শোচনা বিফল।
সর্ব্বদা জীবন-জল করে টলমল ॥

স্বধর্ম্ম রক্ষা

পূজা, হোম, দেবার্চ্চন ব্রাহ্মণের কাজ।
ধর্ম্ম, দেশ রক্ষা করে ক্ষত্রিয় সমাজ ॥
কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য করে বৈশ্যগণ।
এ তিন জাতির সেবা করে শূদ্র-জন ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন যুদ্ধে কর ভয় ?
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু যুদ্ধ করিবে নিশ্চয় ॥
ধর্ম্ম-যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের হইলে মরণ।
'হাতে হাতে স্বর্গলাভ' কহে ঋষিগণ ॥
অনায়াসে ধর্ম্ম-যুদ্ধ স্বরগের দ্বার।
ভাগ্যবান্ পে'লে তুমি যুদ্ধ অধিকার ॥
ক্লৈব্য ত্যজি' উঠ জাগ ওহে ক্ষত্র বীর।
নষ্ট কর অস্ত্রাঘাতে শত্রুর শরীর ॥
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দাও ধ্বংস করি'।
দৃঢ়পণ, দৃঢ়মন, মারি কিংবা মরি ॥
যুদ্ধ যদি ত্যজ তুমি বিবেক-দংশনে।
'ভয়ে রণ ত্যজিয়াছ' ক'বে শত্রুগণে ॥
উপহাস উপহার দিবে শত্রুগণ।
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি সমরে নিধন ॥
যুদ্ধ-জয়ে ধর্ম্মরাজ্য করহ স্থাপন।
সম্মুখ সমরে স্বর্গে করবা গমন ॥

সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়।
সমান করিয়া মনে, কর যুদ্ধ জয়॥
স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিলে কখন।
'পাপ নাহি হয়' বলি' বলে মুনিগণ॥
অসৎ সংকল্পে যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
হোক না পূজাদি পুণ্যে না পায় সন্ধান॥
স্বর্গভোগৈশ্বর্য্য আর কামিনী কাঞ্চন।
লাভের প্রত্যাশা করি দেবতা পূজন॥
তাহারা কি মুক্তি পথে অগ্রসর হয়?
বিবেক, বৈরাগ্য লাভ ব্রহ্মপদে লয়?
অর্থকাম ছাড়ি' নিত্য মুক্তি লাভ তরে।
একনিষ্ঠ শান্তভাবে স্বধর্ম্ম আচরে॥
অর্থ কাম হয় তাঁ'র অঙ্গ-অলঙ্কার।
বৃহতের অন্তর্গত বস্তু ক্ষুদ্রাকার॥
কূপ তড়াগাদি যত ক্ষুদ্র জলাশয়।
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে তাহার আশয়॥
বড় জলাশয়ে ক্ষুদ্র কর্ম্ম সম্পাদন।
অধিকন্তু হয় ক্ষেত্রে জল প্রক্ষেপণ॥
তদ্রূপ নিষ্কাম ধর্ম্মে ব্রহ্মানন্দ হয়।
স্বর্গানন্দ ক্ষুদ্রসুখ ভূমানন্দে রয়॥

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

কর্ম্মে অধিকারী নর কর্ম্মফলে নয়।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় কর্ম্ম-ফলের উদয়॥

ব্যবসায়ে কেহ করে বহু উপার্জ্জন।
অন্যে, ব্যবসায়ে দেয় সব বিসর্জ্জন॥
অতএব কর্ম্মফল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সিদ্ধান্ত সুস্থির করি মন স‍ঁপ তা'য়॥
লাভালাভ জয়াজয়ে সুখদুঃখ ত্যাগ।
অবশ্য করিতে হবে; সেই মহাযাগ॥
এই ভাবে যদি কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্ম-যোগীরূপে তুমি লভিবে নির্ব্বাণ॥

স্থিত-প্রজ্ঞ পুরুষ

বিষয়ে অস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন।
অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ দূরে অনুক্ষণ॥
দেহাদি বস্তুতে সদা আসক্তি-বর্জ্জিত।
শুভাশুভ প্রাপ্তি হ'তে নন্দিত বা ভীত॥
না হয় কখনো; সদা ইন্দ্রিয়-নিচয়।
হেলায় বিষয় হ'তে মুক্ত করি লয়॥
কামনা বাসনা ত্যাগ সদানন্দ প্রাণ।
বিবেক-বৈরাগ্য, লিপ্ত সুপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান॥
'স্থিত-প্রজ্ঞ' মুনি তাঁ'রে বলে সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে ব্রহ্মে লিপ্ত তা'র মন॥
অন্ধ বধিরের কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশে।
দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে না পশে॥
কিন্তু তা'তে তৃষ্ণা তা'র রহে অনিবার।
প্রবল ইন্দ্রিয়-শত্রু বড়ই দুর্ব্বার॥

অতএব ইন্দ্রিয়কে আত্মবশ করি’।
ধ’রি বিবেকের হাল, যাও ভব তরি’॥
মন দ্বারা বিষয়ের চিন্তা অনুক্ষণ।
তাহাতেই হয় ক্রমে আসক্তি বর্দ্ধন॥
আসক্তি হইতে কাম, কাম হ’তে ক্রোধ।
ক্রোধে মোহ, স্মৃতিনাশ, নষ্ট হয় বোধ॥
বুদ্ধিনাশ হ’তে হয় বিনাশ নিশ্চয়।
পতনের মূল-ধারা জ্ঞানিগণে কয়॥
সুবিষয়ে অনুরাগ, বিদ্বেষ কুকাজে।
স্ববশীভূত ইন্দ্রিয় যাঁহার বিরাজে॥
ইন্দ্রিয়ের রাজা মন যাঁ’র বশীভূত।
তাঁহার নিকট নাহি যায় যমদূত॥
মন যাঁর বশে, তাঁর ইন্দ্রিয়-নিচয়।
স্বভাবতঃ বশে থাকে জানিও নিশ্চয়॥
বিষয় করিয়া ভোগ বশীভূত মন।
অপার আনন্দ লাভ করে অনুক্ষণ॥
বশীভূত মনে ভোগ ইন্দ্রিয়-নিচয়।
ব্রহ্মানন্দ অনুকূল জানিও নিশ্চয়॥
অবিজিত ইন্দ্রিয়ের নাহি ভাব জ্ঞান।
বায়ুক্ষুব্ধ নৌকা যেন জলে ভাসমান॥
বিচালিত জ্ঞান-নৌকা কোথা সুখ তা’র।
শান্তিহীনে সুখ নাই ক্ষুব্ধ পারাবার॥
ইন্দ্রিয় মনের বশ প্রকাশিত জ্ঞান।
“স্থিত-প্রজ্ঞ” বলি তাঁ’রে বলে মতিমান॥

বরষার জল পূর্ণ নদ-নদীগণ।
সমুদ্রে আসিয়া মিলে তথাপি যেমন॥
উদ্বেলিত জলরাশি না হয় তাঁহার।
সেই রূপ স্থিতপ্রজ্ঞে ; ইন্দ্রিয় আধার॥
রূপাদি বিষয় যদি করে সুপ্রবেশ।
তথাপি তাহার নাহি বিকারের লেশ॥
যে জন বাসনা ত্যজি' নিস্পৃহ নির্ম্মম।
নিরহঙ্কার, সত্যস্থ, সংশিত* সংযম॥
মরণকালেও যদি লভে সেই জ্ঞান।
অনায়াসে শান্তি লাভ, অনন্ত নির্ব্বাণ॥
জন্ম-মৃত্যু যাতায়াতে অব্যাহতি পান।
আপনাতে লয় করি লয় ভগবান্॥

জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারী

মানুষের দুই ভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠা হয়।
অধিকারী ভেদে তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
জ্ঞানযোগে জ্ঞানী লভে কর্ম্মে কর্ম্মিচয়।
ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মে হয় লয়॥
নিষ্কাম হইয়া কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মে চিত্ত-শুদ্ধি ক্রমে উপজয় জ্ঞান॥
কর্ম্ম বিনা লোক-চিত্ত শুদ্ধ নাহি হয়।
প্রকৃতির† গুণ দ্বারা কর্ম্মে লিপ্ত রয়॥

*সংশিত—আচরিত, অনুষ্ঠিত, সম্পাদিত। †প্রকৃতি—পরব্রহ্মের মায়াশক্তি বা সৃষ্টি শক্তিই প্রকৃতি।

যে অজ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়* করিয়া সংযত।
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নিরত ॥
কপট আচারী বলি' প্রখ্যাত সে হয়।
অবশ্য হইবে তা'র পতন নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয়কে আত্মবশে রাখিয়া যে জন।
ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি' ব্রহ্মে আত্ম-বিসর্জ্জন ॥
ইহলোকে শান্তি লাভ ঘটিবে নিশ্চয়।
দেহ-ত্যাগে আত্মা হ'বে ভগবানে লয় ॥
জন্মসহ কর্ম্মলাভ বিধির বিধান।
কর্ম্ম না করিলে লোকে নাহি রহে প্রাণ ॥
যজ্ঞ ও পূজাদি দ্বারা দেব তুষ্ট হ'লে।
সন্তুষ্ট দেবতাগণ রক্ষিবে সকলে ॥
দেবদত্ত-ভোজ্য করি দেবে নিবেদন।
দেবের প্রসাদ সবে করিবে ভক্ষণ ॥
দেব-দত্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, না দিয়া তাঁহারে।
উপভোগ করে নিজে চোর বলি তাঁ'রে ॥
অন্ন দ্বারা দেহরক্ষা মেঘে হয় ধান।
যজ্ঞ হ'তে মেঘ হয় বিধির বিধান ॥
কর্ম্মে যজ্ঞ, বেদ মন্ত্রে যজ্ঞ সমাধান।
বেদ ব্রহ্ম হ'তে—এই মহত্তর জ্ঞান ॥
কর্ম্মচক্রে ব্রহ্ম-জ্ঞান যাঁহাদের হয়।
তাঁহাদের জন্য সেই কর্ম্মযোগ নয় ॥

*কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ (বাক্য) পাণি (হস্ত) পায়ু (মলদ্বার) পাদ ও উপস্থ (লিঙ্গ)।

ব্রহ্ম-লাভ-জন্য করে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
কর্ম্ম-যোগে কিবা কাজ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান ?

লোক-শিক্ষার্থ কর্ম্ম-কর্ত্তব্য

যেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে শ্রেষ্ঠগণ।
সেই কর্ম্ম অনুকার করে সাধারণ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে নির্ণয়।
'মহাজন গত পথ' করিবে আশ্রয়॥
জ্ঞানিগণ কর্ম্ম করে লোক শিক্ষা তরে।
অপরে শিখাতে কর্ম্ম আপনি আচরে॥
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ আদি অবতারগণ।
অপরে শিখাতে কর্ম্ম করে আচরণ॥
কর্ম্ম না করিলে লোক হইবে বিনাশ।
কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ কহে বেদব্যাস॥
অজ্ঞান আচরে কর্ম্ম ফলের কারণ।
জ্ঞানী করে কর্ম্মফল ব্রহ্মে নিবেদন॥

আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতির কার্য্য

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় আত্মা জানে সর্ব্বজন॥
প্রকৃতির গুণে হয় কর্ম্ম নিষ্পাদন॥
অহঙ্কারী ভাবে কিন্তু "কর্ম্ম করি আমি"।
'আমি তুমি' ভাব দেখি হাসে অন্তর্যামী॥
ঈশ্বর করান কর্ম্ম আমি কিছু নহি।
তিনিই চালান যন্ত্র, তাঁ'র বোঝা বহি॥

প্রকৃতির গুণরাশি ইন্দ্রিয়-দুয়ারে।
ঈশ্বর-ইঙ্গিত যাহা তাই অনুকারে॥
কর্ম্ম-ফল ভগবানে করিয়া অর্পণ।
করিবে নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্ম-যোগিগণ॥
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মচয়।
ইচ্ছাদি সংস্কার, তাহা পরজন্মে রয়॥
পূর্ব্বজন্ম-অনুসঙ্গী সংস্কারের নাম।
'প্রকৃতি' পরের জন্মে অভিব্যক্ত কাম॥
প্রাণিগণ পরতন্ত্র প্রকৃতির দাস।
ঈশ্বর ইচ্ছায় হয় জ্ঞান-পরকাশ॥

জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা

নরগণ একজন্মে অল্প সাধনায়।
নির্ব্বাণের উপযোগী সিদ্ধি নাহি পায়॥
বহু কোটী জনমের কোটী সাধনায়।
করে সিদ্ধিলাভ কেহ ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মচয়।
পর পর জন্মে অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হয়॥

স্বধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম

পরম্পরাগত ধর্ম্ম কুল ধর্ম্মনাম।
তাহাতেই সিদ্ধিলাভ পূর্ণ মনস্কাম॥
স্বধর্ম্মে থাকিলে সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।
অনুকূলৌষধে রোগী নিরাময় হয়॥

কুলধর্ম্ম যে যাহার করি আচরণ।
সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর নরগণ ॥

কাম-রিপুকে জয় করিবে

ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে প্রবেশ।
সেইরূপ প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ ॥
ইহাই মনের ধর্ম্ম হয় চিরন্তন।
স্ববলে ইন্দ্রিয়-শত্রু করিবে মর্দ্দন ॥
রজোগুণ হতে কাম ক্রোধ উপজয়।
কাম্য-বস্তু অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ বৃদ্ধি হয় ॥
ভোগ দ্বারা কামতৃপ্ত না হয় কখন।
ভোগ-কাষ্ঠ-ঘৃত দ্বারা কামাগ্নি বর্দ্ধন ॥
পৃথিবীর যাবতীয় কামিনী কাঞ্চন।
ভোগেও, কামাগ্নি নাহি হবে নির্ব্বাপণ ॥
কাম, ক্রোধ পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তক হয়।
অতএব কর সবে কামক্রোধে জয় ॥
কামধূমে জ্ঞানানল থাকে আচ্ছাদিত।
মনোবলে কাম-শত্রু কর পরাজিত ॥
ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি করিয়া আশ্রয়।
কাম-শত্রু মানবের দেহ মধ্যে রয় ॥
সেই কাম-শত্রু নাশে জ্ঞান* ও বিজ্ঞান †।
সেই কাম-শত্রু নাশি' লভ পরিত্রাণ ॥

---

*জ্ঞান—শাস্ত্রোপদেশ জনিত যাহা হয়। †বিজ্ঞান—অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মানুভূতি।

শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়-নিগড়।
ইন্দ্রিয় হইতে মন, বুদ্ধি অনন্তর ॥
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি আত্মা নাম তাঁর।
জীবাত্মার ঘনীভূত পরমাত্মা সার ॥
বিবেক বুদ্ধির ডোরে করিয়া বন্ধন।
আত্মেঙ্গিতে কাম-দস্যু করহ চ্ছেদন ॥

জন্মান্তর বাদ

কোটীবার যাওয়া আসা জন্মমৃত্যু দ্বারে।
আবির্ভাব তিরোভাব জ্ঞানী বলে তা'রে ॥
সুকর্ম্মে কুকর্ম্মে জীব উচ্চনীচ হয়।
জ্ঞানে কর্ম্মে মিলে গেলে ভগবানে লয় ॥
যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় ধরাতলে।
জন্ম নে'ন ভগবান নিজ মায়া* বলে ॥
অধর্ম্মকে নাশ করি' ধর্ম্ম সংস্থাপন।
অবতরি' অবতারে রক্ষেণ ভুবন ॥
অবতার তত্ত্বান্বেষে রহে যাঁর মতি।
স্বর্গ-সুখ ভোগ অন্তে বিষ্ণুলোকেগতি ॥

বিষ্ণু-লোক

হের মোর মন অতি দূর
উজ্জ্বল, নির্ম্মল, বিষ্ণু-লোক,

*মায়া—ভগবানের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণাদি কার্য্যকেই 'মায়া' বলা হইয়াছে। নিরাকার হইলেও ভগবান সাকার হয়েন, যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনিই দৃশ্যমান সমস্তবস্তু।

শুভ্র, শান্ত, অতি সুশীতল,
সদা হাসে আনন্দ কেবল,
নাই কোলাহল দুঃখ শোক।
নাই নিদ্রা অলসতা সেথা
মনে নাই নিদারুণ ব্যথা
আছে চির বসন্ত মধুর,
বায়ু গাহে আনন্দের সুর,
কর মন অমৃত* সন্ধান,
মতিমান্, ওহে মতিমান্ !!
হের মন, উজ্জ্বল আলোক,
আলোকিত দ্যুলোক, ভূলোক,
নাই সেথা জন্ম, মৃত্যু, জরা,
হিংসা, দ্বেষ, সর্ব্ব-শান্তিহরা,
সুধাময় শান্ত বিষ্ণুলোক ;—
নাই কোলাহল দুঃখ-শোক।
সদা শুদ্ধ মলয় পবন
মধুগন্ধি বহে অনুক্ষণ
মধুধারা বহে সিন্ধুগণ
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, দেয় তাঁ'রা
মধুময় স্নিগ্ধ আলোধারা
নাই দিবা রাত্রি দুঃখ-শোক।
সুধাময় শান্ত বিষ্ণুলোক ॥

*অমৃত—মোক্ষ, ভগবানে মিশে যাওয়া।

গুণ দ্বারা কর্ম্ম-নির্ণয়

সকাম নিষ্কাম কিংবা যে ভাবে যে ডাকে।
ভগবান্ সেই ভাবে দেখা দেন তাঁ'কে ॥
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণে সৃষ্ট নরগণ।
ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ভেদ করেছে ধারণ ॥
সৃষ্টি-কর্ত্তা ভগবান্ সদা কর্ম্মময়।
তথাপি অকর্ম্মা তাঁ'রে জানিবে নিশ্চয় ॥
নিরাকার, নির্ব্বিকার, চৈতন্য স্বরূপ।
যে জন জানেন শুদ্ধ ঈশ্বরের রূপ ॥
কর্ম্ম, কর্ম্ম-ফলে স্পৃহা ঈশ্বরের নাই।
এরূপ জ্ঞানীর আর জন্মান্তর নাই ॥

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে নির্ণয়।
বুদ্ধিমান্ নর সদা বিচলিত হয় ॥
কর্ম্ম-ফল আশা তুমি করি পরিত্যাগ।
কর্ম্ম কর, শান্তি পাবে, ওহে মহাভাগ ॥
'আমি করি' ত্যাগ করি, ঈশ্বর-নির্ভর।
ঈশ্বরে রাখিয়া মন সর্ব্ব কর্ম্ম কর ॥
তিনি কর্ত্তা, তিনি কর্ম্ম, তিনিই করণ।
তাঁ'র জন্য কর্ম্ম করি, তাঁ'তে বিসর্জ্জন ॥
ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি' কর্ম্ম ঈশ্বর প্রীতয়ে।
কর অনুষ্ঠান সবে নির্ভীক হৃদয়ে ॥

ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
অবশ্য সন্তুষ্ট তবে হ'বে ভগবান্ ॥
দৃশ্যাদৃশ্য যত বস্তু স্থাবর জঙ্গম।
ব্রহ্মের স্বরূপ জান; তিনি অনুপম ॥

জ্ঞান ও মুক্তি লাভের উপায়।

ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানি-গুরু করিয়া সন্ধান।
খুঁজে, লও অমৃতের উৎস ভগবান্ ॥
ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি সূক্ষ্মতম।
ব্রহ্মানুভূতির পথ বড়ই দুর্গম ॥
সংসারে থাকিয়া যদি ব্রহ্ম সারাৎসার।
যদি বা জানিতে পার তবে হ'বে পার ॥
প্রথমে করিবে কর্ম্ম-যোগ আরাধনা।
ক্রমে ক্রমে হইবেক জ্ঞানের ব্যঞ্জনা ॥
ইন্দ্রিয়কে বশে রাখি একনিষ্ঠ মন।
পূজা, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে করিবে যতন ॥
এইরূপে কর্ম্ম যদি কর কিছুকাল।
অবশ্য হইবে নষ্ট মোহ মায়াজাল ॥
সাকারে মনের স্থিতি ক্রমে যদি হয়।
চৈতন্য পরম-ব্রহ্মে শেষে হ'বে লয় ॥
পরমাত্মা-রূপী ব্রহ্মে যদি হয় জ্ঞান।
জ্ঞানে সুখ শান্তি শেষে লভিবে নির্ব্বাণ ॥

যোগাভ্যাস।

নির্জ্জন, পবিত্র স্থানে ধ্যানে দিবে মন।
নির্ম্মল, সুতল স্থানে পাতিবে আসন ॥
কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, বস্ত্র আচ্ছাদন।
তদুপরি বসিবেক, শুদ্ধান্তঃকরণ ॥
কায়, শির, গ্রীবা সম অচল রাখিয়া।
মন, দৃষ্টি একস্থানে নিশ্চল করিয়া ॥
আহার, বিহার, কর্ম্ম, নিদ্রা, জাগরণ।
যুক্ত আচরণে হয় দুঃখ নিবারণ ॥
যে জন সংযত চিত্ত, আত্ম-অবস্থিত।
নিবাত* প্রদীপ সম নিষ্কম্প সুস্থিত ॥
বিবেক† বৈরাগ্য‡ সিদ্ধ, প্রশান্ত নির্ভীক।
ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় সমধিক ॥
চিত্ত যাঁর আত্মনিষ্ঠ** হয় একাকার।
বিষয়ের স্পৃহা কভু থাকেনা তাহার ॥
এইভাবে যোগসিদ্ধ, উপার্জ্জিয়া জ্ঞান।
ভব-সিন্ধু তরি' নর লভে পরিত্রাণ ॥
জ্ঞানাগ্নি-শোধিত আত্মজ্ঞানী মহাশয়।
কর্ম্ম করিলেও দোষে লিপ্ত নাহি হয় ॥
'কর্ত্তা আমি' অভিমান করিয়া বর্জ্জন।
নিত্য-তৃপ্ত, সদাতুষ্ট রহে অনুক্ষণ ॥

---

*নিবাত—বায়ুহীন। †বিবেক—ধর্ম্মবুদ্ধি। ‡বৈরাগ্য—দেহ ও সংসারে অনিত্যতা বোধ। **আত্মনিষ্ঠ—যে আত্মার ইঙ্গিতে চলে।

কর্ম্ম ও সন্ন্যাস

কর্ম্ম ও সন্ন্যাস দুই নির্ব্বাণের পথ।
যে পথেই যাও তা'তে পূরে মনোরথ॥
যেই জন শুদ্ধ চিত্ত, বাসনা বিহীন।
তাহাকে সন্ন্যাসী বলে' কয় সুপ্রবীণ॥
'সন্ন্যাস ও কর্ম্ম' দুই ভাবেন অজ্ঞান।
পণ্ডিতেরা উভয়ের দেন এক স্থান॥
কর্ম্মযোগে না আসিয়া করিলে সন্ন্যাস।
দুঃখ সম্ভাবনা থাকে, কহে বেদব্যাস॥
শুদ্ধ-চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, কর্ম্ম-যোগিগণ।
নিঃশেষে করিয়া কর্ম্ম কর্ম্মে লিপ্ত ন'ন॥
বেদানুবর্ত্তিনী বুদ্ধি মন যদি পায়।
ইন্দ্রিয়ের কি সাধ্য যে, কুপথে চালায়॥
কামনা ত্যজিয়া দাও ব্রহ্মে কর্ম্মফল।
পাপে লিপ্ত না হইবে 'পদ্ম-পত্রে জল'॥
পূর্ব্বজন্ম অনুসঙ্গী সংস্কারের বশে।
সু-কু-কর্ম্মে ধায় মন, ইন্দ্রিয়-অবশে॥
পাপ পুণ্য ভগবান না করে গ্রহণ।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান রহে অনুক্ষণ॥
জ্ঞান-সূর্য্য যাহাদের অজ্ঞান-আঁধার।
নাশিয়া করেছে শুদ্ধ আত্মার সংস্কার॥
যা'র বুদ্ধি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্মে আত্মজ্ঞান।
জ্ঞানী কিংবা কর্ম্মী হউক, অবশ্য নির্ব্বাণ॥

সম-দর্শী

জ্ঞানী সদা সমদর্শী নরে বা ইতরে।
প্রিয় বা অপ্রিয় লাভে তুল্যজ্ঞান করে॥
ঈশ্বরে নির্ভর করি' উদ্বিগ্ন না হ'ন।
ইহলোকে মায়া-মুক্ত, সুশান্ত জীবন॥
ইন্দ্রিয় হইতে সুখ দুঃখ হয় জানি'।
কাম, ক্রোধ পরিহরি সুখে থাকে জ্ঞানী॥
যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্ব-মহেশ্বর।
সকলের বন্ধু তিনি সর্ব্ব-শক্তিধর॥
আত্ম-রতি, আত্ম-প্রীতি, সব আত্মজ্ঞান।
আত্মনিষ্ঠ নর শেষে লভিবে নির্ব্বাণ॥

যোগ-সিদ্ধ

যোগাভ্যাসে ক্রমে যবে রুদ্ধ-চিত্ত হয়।
চঞ্চল মানব মন একনিষ্ঠ রয়॥
বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় অন্তর্হিত।
আত্মাতে নিবিষ্ট শুদ্ধ অচঞ্চল চিত॥
শুদ্ধ-বুদ্ধি-গ্রাহ্য কোন ইন্দ্রিয় অতীত।
অতিশয় সুখ বোধ হইবে নিশ্চিত॥
যবে অত্যধিক সুখ পাবে যোগিগণ।
'যোগসিদ্ধ' বলি যোগী জানিবে তখন॥
এ রূপ হইলে সিদ্ধ যোগী নাম ধরে।
ইত্যধিক সুখ যোগী নাহি ইচ্ছা করে॥

যে অবস্থা পেলে লোকে, অতি দুঃখ-ভোগ।
বিচলিত নাহি করে তাঁ'র নাম যোগ ॥
ধীরে ধীরে বুদ্ধিদ্বারে মনকে আনিয়া।
জীবাত্মার সহ তা'রে ফেলিবে বাঁধিয়া ॥
অনিল-চঞ্চল মন নানা দিকে ধায়।
ধীরে ধীরে চেষ্টা করে' বশে আনা যায় ॥
বিবেক, বৈরাগ্য-যোগে করিলে যতন।
সযত্ন অভ্যাস দ্বারা বশ হ'বে মন ॥
কামিনী কাঞ্চন ভোগ ক্ষণস্থায়ী জানি।
বৈরাগ্য আশ্রয় কর, তবে তুমি জ্ঞানী ॥

জন্ম-পরম্পরা সাধনা।

সশ্রদ্ধ হইয়া, যদি নাহি অনুষ্ঠান।
অথবা আরম্ভ করি যোগ অনুষ্ঠান ॥
চিত্ত-চঞ্চলতা বশে নাহি অনুষ্ঠান।
তাহার কি গতি হ'বে ছিন্নাভ্র* সমান ?
এ সংশয় যদি তব মনোমধ্যে রয়।
তবে জান ;—ভক্ত কভু নষ্ট নাহি হয় ॥
শ্রদ্ধাবান্, যোগভ্রষ্ট পুণ্যাত্মার গতি।
লভিয়া, ভোগিয়া স্বর্গ, হবে রাষ্ট্রপতি ॥

---

*ছিন্নাভ্রসমান—ছিন্ন ভিন্ন মেঘগুলি যেরূপ নিজের অস্তিত্ব লইয়া বেশীক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না, অচিরেই ঝরিয়া পরে ; সেইরূপ যোগভ্রষ্টেরাও তাহাদের কৃতকর্ম্মের কোন ফল লাভ না করিয়াই সংসার ত্যাগ করে ?

অথবা জ্ঞানীর গৃহে লভিবে জনম।
মুক্তি-উপাসনা পথ হইবে সুগম॥
পূর্ব্ব-জন্ম-লব্ধ জ্ঞান পর-জন্মে পায়।
পুনরায় সেই বুদ্ধি মুক্তি পথে ধায়॥
এইরূপ জন্ম জন্ম সাধনার ফলে।
মুক্তি পথে অগ্রসর হয় কুতূহলে॥

ভগবত্তত্ত্ব

কোটী নর মধ্যে ক্বচিৎ কেহ লভে' জ্ঞান।
তন্মধ্যে ক্বচিৎ কেহ পায় ভগবান্॥
ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও মন।
বুদ্ধি, অহঙ্কার অষ্ট প্রকৃতি করণ॥
জীবাত্মা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির সার।
পরমাত্মা ভগবান্ জগৎ আধার॥
জীবাত্মা জানিলে ক্রমে পরমাত্ম-বোধ।
তাহাতেই হয় শেষ ঋণ পরিশোধ॥
পরা, অপরা ব্রহ্মের দুইটী প্রকৃতি।
চেতন প্রসূতি পরা ; অপরা প্রকৃতি॥
জড়, অচেতন বলি কহে জ্ঞানিগণ।
অপরা প্রকৃতি চিন্তা ঘটায় বন্ধন॥
পরা প্রকৃতির চিন্তা মায়া মুক্ত করে।
উৎপত্তি প্রলয় বিশ্বে প্রকৃতির বরে॥
সূত্রে যথা মণিগণ সুগ্রথিত থাকে।
সকল পদার্থ তথা আশ্রয় তাঁহাকে॥

জলে রস, সূর্য্যে তেজ, বেদের ওঙ্কার।
শূন্যে শব্দ, নরে নৃত্ব, পৃথ্বী গন্ধাধার ॥
বৈশ্বানরে তেজ, আর সর্ব্বভূতে প্রাণ।
এই ভাবে সর্ব্ব বিশ্বে রহে ভগবান্ ॥
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি তিনি, বলবানে বল।
তেজস্বীর তেজ রূপে রক্ষেণ সকল ॥
ধর্ম্ম-অবিরোধী কাম সৃষ্টি কামনায়।
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণী তাঁর অনুজ্ঞায় ॥
সত্ত্বাদি ত্রিগুণে তাঁর জগৎ মোহিত।
তিনি কিন্তু নাহি হ'ন মায়া বিমোহিত ॥
ঈশ্বরে নির্ভর করি একান্তে ভজন।
তবেই হইতে পারে মায়া-উত্তরণ ॥
মায়াহত, পাপ-কর্ম্মা, মূঢ়, নরাধম।
দম্ভ, দর্প, অহঙ্কারে অজ্ঞান পরম ॥
পাইয়া আসুর ভাব না ভজে তাঁহায়।
পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ প্রেতলোকে যায় ॥
আর্ত্ত, তত্ত্বান্বেষী, ধীর, সুখাকাঙ্ক্ষী জন।
পরম প্রীতিতে নিত্য পূজে নারায়ণ ॥
কোটী জন্মে বহু পুণ্যে জ্ঞান-যোগিগণ।
সুদুর্ল্ভ বাসুদেব মূর্ত্তি দরশন ॥
কামনা বাসনাঞ্জনে লিপ্ত চক্ষু যা'র।
কাম জন্য পূজা করে অন্য দেবতার ॥
শ্রদ্ধা করি যে দেবতা অর্চ্চনা করেন।
ভগবান সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় করি দেন ॥

অন্তর্যামী ভগবান্ মনোভাব জানি'।
অনুগ্রহ করি' দেন সুবুদ্ধি কল্যাণী ॥
অল্পবুদ্ধি অজ্ঞানের লব্ধ ধনজন।
বিধ্বংসী জানিয়া নাহি যাচে জ্ঞানিগণ ॥
যোগমায়াবৃত* ব্রহ্ম, সর্ব্ব সাধারণ।
অব্যয়† অব্যক্ত‡ অজ§ ভাবে না কখন ॥
ভূতে যাহা, ভবিষ্যতে, যাহা বর্ত্তমানে।
ভগবদ্ ভক্তগণ সকলই জানে ॥
অধিভূত,** অধিদৈব,†† অধিযজ্ঞ‡‡ যাঁর।
মরণ কালেও হয় চিন্তার আধার ॥
অবশ্য সে মুক্তি-পথ করিবে দর্শন।
শ্রীচরণ অন্তকালে দিবে নারায়ণ ॥
মরণ কালেও যদি ভক্তি-পূত মনে।
আকুল সজল আঁখি ডাকে নারায়ণে ॥
অবশ্য সে মুক্তি পথ করিবে দর্শন।
শ্রীচরণ অনন্তকালে দিবে নারায়ণ ॥

---

*যোগমায়াবৃত—যোগ (উপায় বা কৌশল) মায়া (ভগবানের অঘটন সঙ্ঘটন শক্তি) যে কৌশলদ্বারা অঘটন সঙ্ঘটন করা যায় তাহাকে যোগমায়া বলা হয়। †অব্যয়—অবিনাশী। ‡অব্যক্ত—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। §অজ—যাহার জন্ম নাই। **অধিভূত—উৎপত্তি বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত। ††অধিদৈব—যিনি সূর্য্যাদিরূপে চক্ষুরাদিতে প্রকাশ শক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্য গর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব। ‡‡অধিযজ্ঞ—সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ।

মরণকালে কর্ত্তব্য।

যেই ভাব নিয়া জীব দেহত্যাগ করে।
পরজন্মে চিন্তা ধর্ম্মে সেই ভাব ধরে॥
মরণ সময়ে যদি কামনা উদয়।
স্ত্রী, পুত্র চিন্তয় যদি, পুনর্জ্জন্ম হয়॥
'দেহাত্ম-বিবেক'* নিয়া দেহত্যাগ করে।
তাঁ'রে কি ছুইতে পারে যমের কিঙ্করে?
বুদ্ধি, মন, ভগবানে কর সমর্পণ।
সর্ব্ব দ্রব্যে ভগবান্ কর দরশন॥
'ওঁ'একাক্ষর ব্রহ্মে করহ স্মরণ।
আত্মস্থ হইয়া কর অবরুদ্ধ মন॥
মৃত্যু-কালে ভ্রুযুগলে ইষ্টকে স্থাপন।
তবেই হইবে তাঁ'র প্রীতির ভাজন॥

দিবারাত্র জ্ঞান।

দেবের সহস্র যুগে ব্রহ্মার দিবস।
সেইরূপ রাত্রি জান হ'য়ে অনলস॥
এইরূপ দিবারাত্রি হয় যাঁর জ্ঞান।
দিবা রাত্র জ্ঞাতা বলি তাঁহার সম্মান॥
ব্রহ্মার দিবসে হয় ব্যক্ত চরাচর।
রাত্রি সমাগমে লয় করেন ঈশ্বর॥
'সচ্চিদানন্দ' স্বরূপ পরমাত্মজ্ঞান।
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী পুরুষ প্রধান॥

*দেহাত্ম-বিবেক—দেহ ও আত্মাকে পৃথক বোধ। †সচ্চিদানন্দ—

আবেগ,* সংবেগ,† মতি, গতি, পতি, রতি।
যেখানে যাইয়া শেষে স্বরূপে বসতি॥
সেই পরমাত্মরূপী ভগবানে জ্ঞান।
অবশ্য করিবে তোমা' শান্তি মুক্তিদান।

মুক্তির কাল।

জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি যেথা, উত্তর-অয়ন।
শুক্লপক্ষ দিবাভাগে হইলে মরণ॥
ব্রহ্মলাভ সুনিশ্চিত ; দক্ষিণ-অয়ন—
ধূমাবৃত কৃষ্ণপক্ষে রাতে যদি মরে।
অবশ্য লইবে তা'রে যমের কিঙ্করে॥
সুকৃতি থাকিলে হয় চন্দ্রলোকে গতি।
কর্ম্মফল ভোগি' পুনঃ ভূলোকে বসতি॥
পুণ্য-কর্ম্মে, তপস্যায়, বেদে, যজ্ঞে, দানে।
অবশ্য পাইবে স্বর্গ, যোগী তাহা জানে॥
তথাপি তাঁহারা স্বর্গ-ফল তুচ্ছ জানি'।
মোক্ষপদ প্রাপ্তি জন্য চেষ্টা করে জ্ঞানী॥
ঈশ্বরের অনুগ্রহে কর্ম্মে হয় মতি।
নিষ্কাম কর্ম্মেই ক্রমে তাঁহাতে ভকতি॥
ভক্তি-যোগে যদি তাঁ'রে দিতে পার প্রাণ।
তবেই হইবে তব সমুদিত জ্ঞান॥

নিত্য জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ। চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ যাঁহার নিত্যই বিদ্যমান আছে। *আবেগ—চিন্তাধারা। †সংবেগ—মনের গতি।

জ্ঞানেতে বিজ্ঞান হবে ভগবানে রতি।
তাঁহার আলোকে তব হইবে আরতি ॥

জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ।

অসূয়া* ছাড়িয়া যদি হও ভক্তিমান্।
তবেই হইবে তব সমুদিত জ্ঞান॥
কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ আর।
জ্ঞানযোগে নিয়ে তব নাশিবে আঁধার ॥
তবেই প্রত্যক্ষ হ'বে শান্ত মুক্তি পথ।
তবেই হইবে তব পূর্ণ মনোরথ ॥
পরমাত্মা ভগবান্ সর্ব্ব-ভূতাশয়।
প্রলয়ে সকল বস্তু তাহাতেই লয় ॥
মেঘ সবে সমভাবে করে সুবর্ষণ।
বীজের প্রকৃতি মতে হয় উৎপাদন ॥
সেইরূপ সমভাবে সৃজে ভগবান্।
নিজ কর্ম্ম অনুসারে সুজ্ঞান কুজ্ঞান ॥
'ইন্দ্র জাল' দেখি লোক বিমোহিত হয়।
ঐন্দ্রজালিকে কিন্তু মোহ নাহি রয় ॥
মায়াময় বিশ্ব সৃষ্টি করি নারায়ণ।
নিজে কিন্তু মায়া জালে আবদ্ধ না হ'ন ॥
কুকর্ম্ম করিলে লোক মোহ-বুদ্ধি পায়।
রাক্ষস† আসুর‡ ভাবে জীবন কাটায় ॥

---

*অসূয়া—গুণী ব্যক্তিরও দোষ আবিষ্কারের নাম অসূয়া। †রাক্ষসভাব—শাস্ত্র নিষিদ্ধ-হিংসাদিদ্বারা রাক্ষসভাব। ‡আসুরভাব—শাস্ত্র নিষিদ্ধ

সুকর্ম্মে সাত্ত্বিকভাব করিয়া আশ্রয়।
ভগবানে অনুরক্ত ভগবানে লয়॥
কীর্ত্তন, শ্রবণ, দাস্য, স্মরণ, সেবন।
অর্চ্চনা, বন্দনা, পূজা, আত্ম-নিবেদন॥
তিনি প্রভু, তিনি বন্ধু, সকলের সার।
অনুগ্রহে দূর হয় গাঢ় অন্ধকার॥
জ্ঞান-যজ্ঞে ব্রহ্মে কেহ অস্বতন্ত্র ভাবে।
ভক্তি-যজ্ঞে কেহ ধায় ভগবান লাভে॥
তিনি যজ্ঞ, তিনি দ্রব্য, তিনি মন্ত্রময়।
সৃষ্টি, স্থিতি তাঁহা হ'তে, তাঁহাতেই লয়॥
সূর্য্যরূপে তাপ দেন, বৃষ্টিরূপে জল।
তিনি অন্ন, তিনি ভোক্তা, অনিল অনল॥
জীবের জীবন তিনি, তিনিই মরণ।
সকামের স্বর্গ তিনি, নিষ্কামের ধন॥
যে জন অনন্য চিত্তে ভাবে নারায়ণ।
যোগ* ক্ষেম† ভগবান করেন গ্রহণ॥

বহু দেবতা পূজা।

সঙ্কল্প করিয়া লোক নানা দেবে পূজে।
কামিনী, কাঞ্চন, স্বর্গ নানাভাবে খুঁজে॥

বিষয় ভোগাদিদ্বারা আসুরভাব। *যোগ—অপ্রাপ্ত ধনরত্নাদির প্রাপ্তি যোগ। †ক্ষেম—প্রাপ্ত ধনরত্নাদির রক্ষণ ক্ষেম। তিনি ধনরত্ন প্রদান ও রক্ষা করেন।

অবিধি পূর্ব্বক পূজা ফল পায় কামী।
যজ্ঞ পূজাদির ভোক্তা সেই অন্তর্যামী ॥
দেবতা পূজিলে স্বর্গে করেন গমন।
পিতৃ-পূজা করি পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হ'ন ॥
ভূতগণে পূজা করি' ভূতলোকে গতি।
বিষ্ণু-পূজা করি নর বিষ্ণুতে সঙ্গতি ॥
স্বর্গ, পিতৃ-ভূত লোক ক্রমে হয় ক্ষয়।
বিষ্ণুলোক হ'তে নাহি পতনের ভয় ॥
পত্র, পুষ্প, ফল, জল শ্রদ্ধাযুক্ত দান।
গ্রহণ করেন সর্ব্ব-রূপী ভগবান্ ॥
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর শিব শান্তিময়।
তাঁহারে জানিলে লোকে সর্ব্ব কর্ম্মক্ষয় ॥
সকলে দেখেন তিনি সমান সমান।
প্রিয় বা অপ্রিয় বলি নাহি তাঁর' জ্ঞান ॥
ভক্তি করি ভগবানে করিলে পূজন।
'যোগক্ষেম' তাঁ'র তিনি করেন বহন ॥
পাপ অনুষ্ঠান করি শোচনা করিয়া।
একান্তে তাঁহার যদি চরণ ধরিয়া ॥
'ক্ষমা কর প্রভু' বলি নয়ন সজল।
তবে তাঁর পাপ রাশি ধৌত সুনির্ম্মল ॥
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপে অধম যে জন।
পুণ্য-গতি লাভ, তাঁ'রে করি আরাধন ॥
সর্ব্বাদি দেবতা শিব অজর অমর।
সর্ব্বদেব সৃষ্টি-কর্ত্তা লোক-মহেশ্বর ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, সুখ।
অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপো, দান, দুখ॥
ভাবাভাব,* ভয়াভয়, যশ ও অযশ।
ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেন হ'য়ে অনলস॥
শমে,† দমে,‡ ভগবানে** জ্ঞান যাঁ'র হয়।
সর্ব্ব-শান্তি লভি' সেই পাপ মুক্ত রয়॥

ভগবানের বিভূতি

(বেদ)

কিছুই ছিল না সব আঁধারে আঁধার।
তুমি আত্মা ব্রহ্মরূপে সর্ব্বাগ্রে প্রচার॥
সর্ব্ব-ভূতে আত্মরূপে যাঁর অধিকার।
সর্ব্বময় ভগবানে করি নমস্কার॥
এক আমি বহু হ'ব করিয়া মনন।
প্রথমে জলধিরাশি করিলে সৃজন॥
ক্রমে, ক্ষিতি, তেজ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, নভঃ।
মৎস্য, কূর্ম্ম, পশু, পক্ষী, নর, নারী সব॥
সপ্তর্ষি, মহর্ষি, ঋষি, রাজর্ষি সকল।
দেবতা, দানব, যক্ষ, নক্ষত্র-মণ্ডল॥

---

*ভাব—উদ্ভব। *অভাব—তদ্বিপরীত। †শম—অন্তরিন্দ্রিয় নিরোধ।
‡দম—বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ। **ভগবান—
ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য, জ্ঞান।
ভগপদ বাক্য বলি কহে জ্ঞানবান্॥
এই ছয় গুণ যাঁর তিনি ভগবান।
ভগঃ যোনিঃ বিদ্যতে অস্য—(সর্ব্ব-কারণকারণত্বাৎ)

বৃক্ষ, লতা, দৃশ্য যত জঙ্গম স্থাবর।
চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন ঈশ্বর॥
ইচ্ছামাত্র সপ্তলোক করিয়া সৃজন।
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি কর্ম্মের বন্ধন॥
দুঃখ, সুখ, হাসি, কান্না, করিয়া গঠন।
প্রভুরূপে সর্ব্বদৃশ্য করেন ঈক্ষণ॥
অব্যক্তে জানান তিনি ব্যক্তের সন্ধান।
বেজে' উঠে মনোমাঝে কামনার গান॥
জ্ঞানিগণ বুদ্ধিবলে দেখিল তাঁহায়।
দেখিল তাঁহাকে তাঁ'রা নভো নীলিমায়॥
চতুর্দ্দিকে তাঁ'র রশ্মি হইল বিকাশ।
ভোক্তা, ভোগ্য, ভগবান্ করিল প্রকাশ॥
কোথা হ'তে হল সৃষ্টি কে আগে কে পরে।
আদি জন্ম কা'র এই বিশ্ব চরাচরে॥
তিনি জানাইলে পায় সত্যের সন্ধান।
জ্ঞানময় সারাৎসার সত্য ভগবান্॥
আদি, অন্ত, মধ্য তিনি উৎপত্তি, বিনাশ।
সর্ব্ব-জ্ঞানরূপী তিনি মনের অধ্যাস*॥
তিনি সর্ব্ব, সর্ব্বেশ্বর, বিরাট প্রধান।
জীবে, জড়ে তাঁর এক অংশ দ্যুতিমান॥
আর তিন অংশ এই সংসার অতীত।
অমৃতত্ব লাভ তাঁর স্মরণে নিশ্চিত॥

---

*__অধ্যাস__—ভ্রমাত্মক জ্ঞান। অথবা—আসন-স্বরূপ।

বড় হ'তে বড় তিনি আলোক আঁধার।
এক ব্রহ্ম, ভগবান্, লহ নমস্কার ॥

(উপনিষৎ)

শুন সবে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ।
অল্পে সুখ নাই (তাই) কর অনল্প সাধন ॥
আদিহীন, অন্তহীন, পরমাত্মা ভগবান্।
অমৃতের উৎস তিনি, কর তাঁহার সন্ধান ॥

উঠ জাগ, হে অজ্ঞান !

ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানিগুরু করিয়া সন্ধান।
খুঁজে লও অমৃতের উৎস ভগবান্ ॥
ক্ষুরের ধারের ন্যায় সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম।
ব্রহ্মানুভূতির পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই দুর্গম ॥
সংসারে থাকিয়া যদি সংসারের সারাৎসার।
যদি না জানিতে পারি কিরূপে হইব পার ?
দ্যুলোক, ভূলোক আর আকাশ পাতাল।
মন প্রাণ জুড়ে আছে তাঁর মায়াজাল ॥
পরমাত্মামৃত-সত্য সেই ভগবান্।
অনিত্যে ত্যজিয়া নিত্যে সঁপ মন প্রাণ ॥
অশব্দ, অস্পর্শ, সেই অব্যয় অরূপ।
অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব, চিন্ময়* স্বরূপ ॥
মহান্ হইতে সে যে অতি মহীয়ান ॥
তাঁহাকে জানিলে জীব লভে পরিত্রাণ ॥

*চিন্ময়—জ্ঞানময়। জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

বিশ্ব-রূপ

যদি ভক্ত ইচ্ছা করে ঐশীরূপ দরশন ;
একান্তে ভজিলে তাঁ'রে আসি' উপস্থিত হন।
ভকতি অঞ্জনে মাখা
ভক্ত চিত্ত-পটে আঁকা
শুদ্ধ, শান্ত ভূতি তাঁ'র অপরূপ অগণন।
যদি ভক্ত ইচ্ছা করে ঐশীরূপ দরশন॥
বিশ্বরূপ, বিশ্বম্ভর স্থাবর জঙ্গমাকর,—
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের রূপ খ্যাত আছে চরাচর।
যদি হয় ব্রহ্মজ্ঞান
যে রূপে দেখিতে চান
তাঁর দয়া হ'লে জীব পূর্ণ মনোরথ হ'ন।
ভক্তি-পূত প্রাণে যদি ইচ্ছা করে দরশন॥
যদি তিনি দয়া করি দেন দিব্য চক্ষুদান।
তবেই দেখিবে তুমি সর্ব্বময় ভগবান্॥
চন্দ্র, সূর্য্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়।
বায়ু, অগ্নি, তারা, জল, তাঁ'র অঙ্গীভূত রয়॥
কোটি সৌর জগতের উৎপত্তি প্রলয় স্থান।
সর্ব্ব-শক্তি-ময় নিত্য পরমাত্মা ভগবান্॥
কোটি কোটি সূর্য্য যদি একদিনে প্রকাশিত।
তবেই তাঁহার তেজ হ'তে পারে সুতুলিত॥
অন্ত, আদি, মধ্য তাঁ'র কিছু নাহি দেখা যায়।
দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নর, তাঁ'র অন্ত নাহি পায়॥

'অতিসর্ব্বায় তে নমঃ' সর্ব্বাত্মক ভগবান্।
তোমার চরণে নিত্য সমর্পিত মনপ্রাণ ॥

স্তুতি

বহু কোটী বরষের হে পরম পুরুষ, প্রধান।
হে অনাদি, হে অনন্ত, মহান্ হইতে মহীয়ান ॥
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তনু, সত্য জ্যোতিরূপে গরীয়ান।
জ্ঞানাতীত, জ্ঞানলব্ধ, দয়াবান্, দাও হে সন্ধান ॥
তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বাতীত, নিত্য গুণানীত গুণময়।
কোটী সৌরজগতের তোমাতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ॥
রজোগুণে সৃষ্টি করি, তমোগুণে করিয়া বিনাশ,—
সত্যরূপী নারায়ণ পরমাত্মা রূপে পরকাশ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহের সন্ধান,
এক, নিত্য ধ্রুবলক্ষ্য, তুমি বেদ-বেদ্য ভগবান্ ॥
শত কোটী বরষের সাধনার হইলে প্রকাশ।
অন্ধকারে অকস্মাৎ চৈতন্যের বিদ্যুদ্ বিকাশ ॥
'অতিসর্ব্বায় তে নমঃ' গুণাতীত পুরুষ প্রধান।
সত্য চিদানন্দরূপী জ্ঞানগম্য নিত্য ভগবান্ ॥
তরঙ্গিনী-ধারা যথা বেগে ধায় সাগরের পানে।
সেইরূপ প্রাণিগণ ধেয়ে গিয়ে মিশে ভগবানে ॥
যদি থাকে ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রাক্তনের শুভকর্ম্মচয়—
পরশিয়া করে চিত্ত, শুদ্ধ, শান্ত, পবিত্রতাময়,
তাঁর কাছে সদা তব প্রকটিত মোহন-মূরতি।
তোমার আলোক রাশি সদা তাঁ'রে করিছে আরতি ॥

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

একাগ্র সাত্ত্বিক ভাবে ভক্তি-যুক্ত মন।
সগুণ সাকার ব্রহ্ম করে আরাধন॥
শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাই সর্ব্বলোকে কয়।
অচিন্ত্য,* কূটস্থ,† ধ্রুব অচল অব্যয়॥
নির্গুণ, অক্ষর, এক, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়।
অতিকষ্টে চিন্তাধারা তা'তে বদ্ধ রয়॥
সগুণ সাকার-চিন্তা-স্থিরীকৃত মন।
নির্গুণ পরম ব্রহ্মে ক্রমে নিমগণ॥
দেহাত্ম-বিবেক‡ জ্ঞান ক্রমে যদি হয়।
নির্গুণ পরম ব্রহ্মে তবে হবে লয়॥
কর্ম্মফল ভগবানে করিয়া অর্পণ।
একাগ্র চিত্তকে কর হৃদয়ে স্থাপন॥
পুনঃ পুনঃ যদি চেষ্টা কর নিরন্তর।
অভ্যাসে হইবে স্থির তোমার অন্তর॥
তাহাতেও হয় যদি অসংযত মন।
পূজা, জপ, তপে হও ব্রহ্ম-পরায়ণ॥

---

*অচিন্ত্য—যাহাকে চিন্তা করা যায় না। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে মানবিক চিন্তা দ্বারা ধারণা করা যায় না। †কূটস্থ—মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্য রূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই কূট বলে। অনেক মায়াদিতে অবস্থিত—মায়াশক্তি। অথবা—বিকার শূন্য। অথবা—চেতন। ‡দেহাত্ম-বিবেক—দেহ ও আত্মাকে পৃথক জ্ঞান। দেহ অনিত্য, আত্মা নিত্য। দেহ ধ্বংস হয়, আত্মা ধ্বংস হয় না। দেহাত্মবোধ—দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম।

তাহাতেও যদি তুমি অসমর্থ হও।
অর্পি কর্ম্ম ভগবানে চিন্তাহীন রও॥

ভগবানকে পাইতে হইলে

সর্ব্ব-জীবে মৈত্রী ভাব, দুঃখে দয়াবান্।
আমিত্ব বর্জ্জন করি' সকলে সমান॥
সুখ দুঃখে সম, সদা সন্তুষ্ট হৃদয়।
ক্ষমাশীল, সমাহিত চিত্ত যদি হয়॥
সংযত-স্বভাব, ব্রহ্মে অটল বিশ্বাস।
অবশ্য হইবে নষ্ট ভব-মায়া পাশ॥
যে জন পরের প্রাণে নাহি দেয় দুখ।
সে জন সর্ব্বদা শান্তি পায় মহাসুখ॥
হর্ষ, মান, ভয়োদ্বেগ যে জন ত্যজিবে।
ঈশ্বর তাহাকে নিত্য শ্রীপদে রাখিবে॥
নিস্পৃহ, আচারবান্, পক্ষপাত হীন।
শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, ভক্ত সুপ্রবীণ॥
কামিনী কাঞ্চন নিত্য লোষ্ট্র করি গণে।
সদালাপী, অল্পভাষী, নিবাস নির্জ্জনে॥
অল্প-লাভে তুষ্ট হয়, মমত্ব বর্জ্জিত।
অমৃতত্ব* লাভ তা'র হইবে নিশ্চিত॥

তত্ত্ব-জ্ঞান

নিজ দেহ ক্ষেত্র বলি যে করেন জ্ঞান।
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তাঁ'রে কহে মতিমান্॥

*অমৃতত্ব—মোক্ষ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ দেহ ও আত্মায়।
দেহ জড়, আত্মা নিত্য, এই জ্ঞান পায়॥
বেদোপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্রে* ঋষিগণ।
ব্রহ্ম, আত্মা, দেহতত্ত্ব করি নির্ব্বাচন॥
নিঃসংশয় যুক্তিযুক্ত বিচার বিন্যাস।
আত্ম-জ্ঞানালোক লোকে হয়েছে বিকাশ।
পঞ্চ মহাভূত আর বুদ্ধি অহঙ্কার।
প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দশ, ইন্দ্রিয় আধার† ॥
ইচ্ছা, দ্বেষ; সুখ, দুঃখ, শরীর চেতন।
ধৈর্য্যকে বিকার যুক্ত জ্ঞানিগণ ক'ন॥
সকল বিকারী ক্ষেত্র নামে অভিহিত।
অবিকারী ভগবান আত্মারূপে স্থিত॥
মান, দম্ভ পরিত্যাগ, অহিংসা ধারণ।
কোন কালে না করিবে পরের পীড়ন॥
গুরুসেবা, সদাচার, ক্ষমা, সরলতা।
বিষয়ে বিরাগ, আত্ম-সংযম স্থিরতা॥
জন্ম, মৃত্যু, জরাব্যাধি দুঃখরূপ দোষ।
আলোচনা করি হবে অধিক সন্তোষ॥
পুত্র, দারা, গৃহাদিতে অনাসক্ত মন।
তাহাদের সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী ন'ন॥
অনিষ্ট ও ইষ্ট লাভে সমভাবে রয়।
নির্জ্জনে বসতি সদা, বিষাক্ত বিষয়॥

---

*ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত। †ইন্দ্রিয়-আধার—ইন্দ্রিয়ের বিষয় দর্শনাদি

অন্য চিন্তা পরিত্যাগে ভগবানে রতি।
পরমাত্মা ভগবান্ তাহাতে বসতি॥
অনাদি, অদ্বৈত, ব্রহ্ম ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
নিজ মায়াবলে জীবে প্রকটিত র'ন॥
নির্গুণ,* সগুণ† ব্রহ্ম যেভাবে যে ভাবে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁ'কে সেই ভাবে পাবে॥
নির্গুণ, গুণের ভোক্তা ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত।
ইন্দ্রিয়-বিষয় সব তাহাতে নিহিত॥
তাঁর শক্তি ভিন্ন কেহ চলিতে না পারে।
তিনি মন, বুদ্ধি, ক্রিয়া চালান সংসারে॥
পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর প্রধান।
নিষ্ক্রিয় হইয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান্॥
নির্গুণ হইয়া তিনি গুণভোক্তা নাম।
তাঁহার আশ্রয়ে রহে সব ভূত-গ্রাম॥
নিকটে আছেন তিনি, দূর দূরান্তর।
তিনি বৃদ্ধ, তিনি যুবা, বাহির অন্তর॥
তিনি ছোট, তিনি বড়, অতি মনোহর।
রূপ নাই—অপরূপ, সুন্দর, সুন্দর॥
অন্তরে থাকিয়া তিনি বুদ্ধিকে চালান।
জ্ঞান ভক্তি যোগে সেই ব্রহ্মপদ পান॥

*নির্গুণ—অকর্ত্তা, দ্রষ্টা। †সগুণ—সর্ব্বশক্তিমান। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তিনি সগুণ ও নির্গুণ। এক ও বহু। নিষ্ক্রিয় ও দ্রষ্টা হইয়াও সর্ব্বশক্তিমান। কখন অরূপ, কখন সরূপ।

"ঈশ্বর না হয় যদি সর্ব্বশক্তিমান—
পরমেশ পদে তাঁর কেন হবে স্থান ?"

পুরুষ ও প্রকৃতি

পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অনাদি অব্যয়।
পুরুষ অকর্ত্তা, দ্রষ্টা জ্ঞানি জনে কয়॥
আকাশাদি পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় ও মন।
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ প্রকৃতিতে র'ন॥
প্রকৃতির ক্রিয়ামূলে পুরুষ প্রভাব।
প্রকৃতি প্রসব-ধর্ম্মী সৃজন স্বভাব॥
প্রকৃতিতে পুরুষের মায়া উপচিত*।
উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি প্রকৃতি জনিত॥
ত্রিগুণ প্রকৃতি সহ ঘনিষ্ঠ কারণ।
পরমাত্মা সদসৎ যোনি জন্ম ল'ন॥
পরমাত্মা ভগবান দেহের ঈশ্বর।
উপদেষ্টা, অনুমন্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর॥
কেহ ধ্যানে, বুদ্ধি দ্বারে, আত্মাকে দর্শন।
কেহ কর্ম্মে, জ্ঞানে কেহ, আত্মাকে ধারণ॥
অজ্ঞানরা অন্য মুখে করিয়া শ্রবণ।
কর্ম্ম করি ক্রমে শ্রুতিমার্গে আগমন॥
স্থাবর, জঙ্গম বিশ্বে যাহা দেখা যায়।
পুরুষ-প্রকৃতি মিলি উৎপত্তি ঘটায়॥

দেহ ও আত্মা

দেহী অবিনাশী কিন্তু দেহ নাহি রয়।
দেহ আত্মা ভিন্ন বলি' জানিবে নিশ্চয়॥

---

*উপচিত—সংক্রামিত।

সর্ব্ব দেহে এক আত্মা জানিলে কখন।
কেহ কি করিবে কভু পরের পীড়ন ?
সর্ব্বভূতে এক আত্মা জানিলে নিশ্চয়।
জীবহত্যা আত্মহত্যা বলি জ্ঞান হয়॥
প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, আত্মা কর্ত্তা নয়।
এ রূপ জানিলে লোকে হয় কর্ম্মক্ষয়॥
সুবর্ণ যখন হয় কুণ্ডল বলয়।
কুণ্ডল, বলয় নাশে স্বর্ণ নষ্ট নয়॥
এই রূপ জগতের নানাত্বের মাঝে।
আত্মারূপে ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজে॥
অতএব দেহনষ্টে আত্মা নষ্ট নয়।
এক ব্রহ্ম আত্মারূপে সর্ব্বজীবে রয়॥
এক সূর্য্য যথা বিশ্ব প্রকাশিত করে।
এক আত্মা সর্ব্ব-জীব বাহিরে অন্তরে॥
দেহ আত্মা ভিন্ন বলি যেই জন জানে।
'দেহাত্ম-বিবেকী' বলি' সর্ব্বলোকে মানে॥

বিশিষ্ট জ্ঞান

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি গর্ভাধান স্থান।
কর্ম্মফল ভোগ জন্য জন্মের বিধান॥
প্রকৃতি করেন সৃষ্টি ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সৃষ্টির সামর্থ্য নিজে প্রকৃতি না পায়॥
প্রকৃতি মায়ের মত পিতা ভগবান।
পুরুষ প্রকৃতি দ্বারা উৎপত্তি করান॥

জন্ম ও মরণহীন জীবাত্মা নিশ্চয়।
তথাপি ত্রিগুণ গুণে লিপ্ত হয়ে রয়॥
সেই তিন গুণ মধ্যে সত্ত্ব সুনির্ম্মল।
সত্ত্বে লিপ্ত আত্মা হয় জ্ঞানসুখোজ্জ্বল॥
রজোগুণে তৃষ্ণাসঙ্গ, লিপ্সা উৎপাদন।
কর্ম্ম-শক্তি-দ্বারে করে দেহীকে বন্ধন॥
তমোগুণে নিদ্রালস্য প্রমাদ ঘটায়।
অজ্ঞানতা ভ্রান্তি জন্য বহু দুঃখ পায়॥
সত্ত্বগুণ জীবে সদা করে সুখ দান।
রজোগুণে কর্ম্মে লিপ্ত কর্ম্মে হয় জ্ঞান॥
তমোগুণ করে সদা প্রমাদে নিয়োগ।
তমোরজ অভিভূত বহু দুঃখ ভোগ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মে সত্ত্ব, রজঃ, তম।
প্রবল হইয়া হয় উত্তম অধম॥
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে সুনির্ম্মল জ্ঞান।
প্রকাশিবে সদা তবে সত্ত্বের প্রধান॥
লোভ, কর্ম্মোদ্যম, শান্তি, তৃপ্তির অভাব।
বিষয়ের স্পৃহা রজোগুণের স্বভাব॥
তমোগুণ বৃদ্ধি হ'লে বুদ্ধিভ্রংশ হয়।
নিরুদ্যম, বিস্মরণ, বুদ্ধি বিপর্য্যয়॥
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হ'লে যদি দেহ ত্যজে।
শ্রেষ্ঠ লোক পেয়ে লোক ভগবানে ভজে॥
রজোগুণ বৃদ্ধি হ'লে নরলোকে যায়।
পশ্বাদি যোনিতে জন্ম তমোগুণী পায়॥

সত্ত্বগুণে জ্ঞান হয়, রজোগুণে লোভ।
তমোগুণে মোহলাভ প্রমাদ বিক্ষোভ ॥
পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কর্ম্ম প্রকৃতি করায়।
এইরূপ জ্ঞান লাভে মুক্তি পথ পায় ॥
কর্ম্মে সুখ দুঃখ বোধ, ইচ্ছাদ্বেষ নাই।
ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ সবে ভাই ভাই ॥
প্রিয়াপ্রিয় স্তুতি নিন্দা চালিত না করে।
মৃত্তিকা, প্রস্তর, স্বর্ণে সমজ্ঞান ধরে ॥
শত্রু মিত্র তুল্য জ্ঞান, মান অপমান।
বিচালিত নাহি করে পর্ব্বত সমান ॥
গুণাতীত বলি' তাঁরে বলে সর্ব্বলোক।
ভগবান তাঁ'রে দেন জ্ঞানের আলোক ॥
ঐকান্তিক ভক্তিযোগে ভগবানে মতি।
গুণ-ত্রয় অতিক্রমি' বিষ্ণুলোকে গতি ॥

সংসার-অশ্বত্থ

সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষ জ্ঞানী লোকে কয়।
ভগবান মূল তাঁর ঊর্দ্ধদিকে রয়।
অনাদি অনন্ত এই প্রবাহ মায়ার।
ভগবান প্রকটিত করেছে সংসার ॥
বুদ্ধি, অহঙ্কার আদি শাখা অগণন।
শাখা ঊর্দ্ধ অধোগামী জানে সর্ব্বজন ॥
বেদ তাঁর পত্ররূপে আছে বিরাজিত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুনির্ণয় ছায়া শীতলিত ॥

সত্ত্বাদি গুণের সারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
রূপ রসাদি বিষয় পাতারূপে রয়॥
উপমূল বাসনাদি নরলোকে জানি।
পুণ্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি হও জ্ঞানী॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কর্ম্মের জনক।
পুণ্যে দেবলোক প্রাপ্তি অধর্ম্মে নরক॥
এইরূপে যদি হয় অশ্বত্থের* জ্ঞান।
ভগবান শ্রীচরণে দেন তাঁরে স্থান॥
সুদৃঢ় অশ্বত্থ বৃক্ষ বৈরাগ্য কুঠারে।
চ্ছেদন করিয়া লও খুঁজিয়া তাঁহারে॥
স্মরণাগত পালক তাঁহার আখ্যান।
অজ্ঞান বিনাশি' তব প্রদানিবে জ্ঞান॥

উৎক্রামণ

ঈশ্বর জীবাত্মা রূপে জীব দেহে র'ন।
সংসারে ইন্দ্রিয় মন করে আকর্ষণ॥
দেহ স্থূল, সূক্ষ্ম দুই রূপে অবস্থান।
পঞ্চ-ভূতে স্থূল দেহ সবে দেখতে পান॥
সূক্ষ্ম তত্ত্বে সুগঠিত সূক্ষ্ম দেহখান।
পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, সূক্ষ্ম শরীরোপাদান॥

---

*অশ্বত্থ—শ্বঃ (আগামী কল্য) আগামীকল্য যাহার স্থিতির সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই অশ্বত্থ বলা হইল। সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষ বিনশ্বর। কিন্তু ভগবান সংসার প্রবাহ বহুবার কল্পনা করিয়াছেন ; তাহার আদি কোথায় তাহা অনির্ণীত বলিয়া অব্যয় বা অনাদি বলা হইল। (যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিত্যাদি বেদ)।

স্থূল দেহ পাতে আত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধরি’।
অন্য দেহে যান পূর্ব্ব-দেহ পরিহরি ॥
ইন্দ্রিয়ের গুণরাশি করিয়া গ্রহণ।
দেহ হ’তে দেহান্তরে করেন গমন ॥
বায়ু পুষ্প-গন্ধ নিয়া অন্যস্থানে যায়।
সেই রূপ সূক্ষ্ম-আত্মা দেহান্তর পায় ॥
পূর্ব্বজন্মে যে সংস্কার ছিল দেহে যা’র।
পরজন্মে সংক্রামিত সকল সংস্কার ॥
স্থূল-দেহ ত্যাগে কভু মুক্তি নাহি হয়।
সূক্ষ্ম-দেহ ত্যাগে মুক্তি জানিবে নিশ্চয় ॥
জীব ব্রহ্ম কণা বলি’ বৈষ্ণব আখ্যান।
স্ফুলিঙ্গ অগ্নির কণা ‘ভেদাভেদ’ জ্ঞান ॥

যত্র জীব তত্র শিব

চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি দৃশ্যমান তেজোরাশি।
ঈশ্বরের তেজ বলি’ জানেন সন্ন্যাসী ॥
পৃথিবীতে তেজোরূপে করিয়া প্রবেশ।
ওষধিতে* করে তিনি খাদ্য সমাবেশ ॥
ভগবান দেহে থাকি করেন ভোজন।
জঠরাগ্নি রূপে করে অন্নের পাচন ॥
অন্ন হ’তে রক্ত মাংস যাঁ’র বলে হয়।
‘ঐশী শক্তি’ বলি তাঁ’রে জানিবে নিশ্চয় ॥

*ওষধি—ধান্যাদি শস্য।

তাঁ'র স্মৃতি, তাঁ'র জ্ঞান, মোহ মায়া বশে।
তাঁহারে ভুলিয়া নয় অন্ধকারে পশে ॥

পুরুষোত্তম তত্ত্ব

ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ নিশ্চয়।
অনিত্য পুরুষ ক্ষর দেহরূপে রয় ॥
অক্ষর চৈতন্য ব্রহ্মে আত্মারূপে জানি।
নির্গুণ, অকর্ত্তা, স্রষ্টা, ধ্যান করে জ্ঞানী ॥
উত্তম-পুরুষ অন্য পরমাত্মা নাম।
পালেন সকল পৃথ্বী, সর্ব্বগুণধাম ॥
ক্ষরাক্ষর হ'তে তিনি সমধিক হ'ন।
সর্ব্ব-শক্তিধর তিনি ভক্ত প্রাণধন ॥
অকর্ত্তা হইয়া তিনি সর্ব্ব কার্য্য করে।
ভক্ত-কল্প-বৃক্ষ, ভর্ত্তা, সর্ব্বশক্তি ধরে ॥
কর্ত্তা, প্রভু, দ্রষ্টা তিনি সুহৃদ, শরণ।
তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করি করেন ঈক্ষণ ॥
কোটী কোটী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।
জলবুদ্বুদের মত তাঁহাতেই হয় ॥
উত্তম-পুরুষ যার হইয়াছে জ্ঞান।
সগুণ, নির্গুণে তাঁর নাহি অভিমান ॥
সাকার ও নিরাকার দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।
অবতার বাদে নাহি ঘটায় প্রমাদ ॥
ঈশ্বর না হয় যদি সর্ব্ব-শক্তিমান।
পরমেশ পদে তাঁর কেন হবে স্থান ?

স্থূল দেহ পাতে আত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধরি'।
অন্য দেহে যান পূর্ব্ব-দেহ পরিহরি ॥
ইন্দ্রিয়ের গুণরাশি করিয়া গ্রহণ।
দেহ হ'তে দেহান্তরে করেন গমন ॥
বায়ু পুষ্প-গন্ধ নিয়া অন্যস্থানে যায়।
সেই রূপ সূক্ষ্ম-আত্মা দেহান্তর পায় ॥
পূর্ব্বজন্মে যে সংস্কার ছিল দেহে যা'র।
পরজন্মে সংক্রামিত সকল সংস্কার ॥
স্থূল-দেহ ত্যাগে কভু মুক্তি নাহি হয়।
সূক্ষ্ম-দেহ ত্যাগে মুক্তি জানিবে নিশ্চয় ॥
জীব ব্রহ্ম কণা বলি' বৈষ্ণব আখ্যান।
স্ফুলিঙ্গ অগ্নির কণা 'ভেদাভেদ' জ্ঞান ॥

যত্র জীব তত্র শিব

চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি দৃশ্যমান তেজোরাশি।
ঈশ্বরের তেজ বলি' জানেন সন্ন্যাসী ॥
পৃথিবীতে তেজোরূপে করিয়া প্রবেশ।
ওষধিতে* করে তিনি খাদ্য সমাবেশ ॥
ভগবান দেহে থাকি করেন ভোজন।
জঠরাগ্নি রূপে করে অন্নের পাচন ॥
অন্ন হ'তে রক্ত মাংস যাঁ'র বলে হয়।
'ঐশী শক্তি' বলি তাঁ'রে জানিবে নিশ্চয় ॥

*ওষধি—ধান্যাদি শস্য।

তাঁ'র স্মৃতি, তাঁ'র জ্ঞান, মোহ মায়া বশে।
তাঁহারে ভুলিয়া নয় অন্ধকারে পশে॥

পুরুষোত্তম তত্ত্ব

ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ নিশ্চয়।
অনিত্য পুরুষ ক্ষর দেহরূপে রয়॥
অক্ষর চৈতন্য ব্রহ্মে আত্মারূপে জানি।
নির্গুণ, অকর্ত্তা, স্রষ্টা, ধ্যান করে জ্ঞানী॥
উত্তম-পুরুষ অন্য পরমাত্মা নাম।
পালেন সকল পৃথী, সর্ব্বগুণধাম॥
ক্ষরাক্ষর হ'তে তিনি সমধিক হ'ন।
সর্ব্ব-শক্তিধর তিনি ভক্ত প্রাণধন॥
অকর্ত্তা হইয়া তিনি সর্ব্ব কার্য্য করে।
ভক্ত-কল্প-বৃক্ষ, ভর্ত্তা, সর্ব্বশক্তি ধরে॥
কর্ত্তা, প্রভু, দ্রষ্টা তিনি সুহৃদ, শরণ।
তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করি করেন ঈক্ষণ॥
কোটী কোটী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।
জলবুদ্বুদের মত তাঁহাতেই হয়॥
উত্তম-পুরুষ যার হইয়াছে জ্ঞান।
সগুণ, নির্গুণে তাঁর নাহি অভিমান॥
সাকার ও নিরাকার দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।
অবতার বাদে নাহি ঘটায় প্রমাদ॥
ঈশ্বর না হয় যদি সর্ব্ব-শক্তিমান।
পরমেশ পদে তাঁর কেন হবে স্থান?

দৈব ও আসুরী সম্পদ

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিরোধ।
জ্ঞান, কর্ম্ম-যোগে স্থিতি, অহিংসা অক্রোধ॥
শাস্ত্র-পাঠ, সরলতা, শান্তি, সত্য জ্ঞান।
অচাপল্য লোকলজ্জা ত্যক্ত-অভিমান॥
জীবে দয়া, লোভহীন, সুকোমল মন।
দৈবী-সম্পদভিমুখী ব্যক্তি প্রাপ্ত হ'ন॥
সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে যা'র জন্ম হয়।
পূর্ব্ব-জন্মার্জিত পুণ্য ভোগিবে নিশ্চয়॥
নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প, অভিমান।
রজঃ তমো গুণাধিক্যে পাইবে অজ্ঞান॥
দৈব ও আসুর দুই জীব সৃষ্ট হয়।
দৈব মুক্ত, আসুরের বন্ধনের ভয়॥
আসুরিক নরে নাই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান।
শুচিতা আচারহীন, অধম অজ্ঞান॥
মিথ্যা ভিন্ন, সত্য কভু তাঁ'রা নাহি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভগবান্ কিছু নাহি মানে॥
কামনার উপভোগ কাম্য মনে করে।
'ঈশ্বর ও ধর্ম্ম নাই' বুঝায় অপরে॥
কেন কষ্ট ব্যয় সাধ্য ব্রত উপবাস।
কুতর্কে নির্ব্বুদ্ধি জনে করায় বিশ্বাস॥
অপূরণীয় কামনা করিয়া আশ্রয়।
দম্ভ, মান, অহঙ্কার-মদে মত্ত রয়॥

অশুভ, অপসিদ্ধান্ত করিয়া গ্রহণ।
অশুচি, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্রত পরায়ণ॥
'মৃত্যু নাহি হ'বে মোর' ভাবি মনে মনে।
আশা-পাশে বদ্ধ হয় দুষ্ট আচরণে॥
কাম-ভোগ-জন্য অর্থ সঞ্চয়ের তরে।
বহুতর কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে॥
'অদ্য এই হ'লো লাভ, আরো হ'বে কাল।'
বহু অর্থ লাভ করি বাড়ায় জঞ্জাল॥
'আমি প্রভু', 'আমি কর্ত্তা', 'আমি বলবান'।
'কৃত-কৃত্য, সুখী নাই আমার সমান॥
যজ্ঞ, দান করি আমি আমোদ করিব।
খাদ্যে, বাদ্যে, গানে, পানে প্রমত্ত রহিব॥
এই ভাবে করে মূঢ় কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
বিষয় চিন্তায় তা'রা বহু কষ্ট পা'ন॥
ধন, মান, মদ-মত্ত, অবিনয়ী জন।
অবিধি-পূর্ব্বক করে দেবতা পূজন॥
দেহে আত্মবোধ করি আত্মার পীড়ন।
আসুরী যোনিতে হয় তাহার পতন॥
পশু, পক্ষী, কীট আদি অধোগতি লাভ।
নীচ-গতি দেয় সবে আসুরী স্বভাব॥
কাম, ক্রোধ, লোভ তিন নরকের দ্বার।
জানিয়া হইতে হ'বে ভবনদী পার॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ শাস্ত্রেই প্রমাণ।
শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানি' হও আগুয়ান॥

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা

সাত্ত্বিকী রাজসী শ্রদ্ধা তামসিক আর।
তিন শ্রদ্ধা নরে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ॥
সাত্ত্বিক সাধক করে দেবের পূজন।
রাজসিক পূজা করে যক্ষ রক্ষোগণ ॥
তামসিক করে ভূত প্রেতের পূজন।
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত শ্রদ্ধা প্রতি ধায় মন ॥
দম্ভ, অহঙ্কার, কামে অবিবেকী জন।
কামিনী কাঞ্চন লাভে আসক্তি পূরণ ॥
কামনা করিয়া করে তপ উগ্রতম।
জান, সে আসুর-ব্রতী তাপস অধম ॥
উগ্রতপে দেহস্থিত পঞ্চভূত-গণে।
ভয়ঙ্কর কষ্ট দেয় আত্মা-নারায়ণে ॥

সাত্ত্বিক, রাজস আর তামস ত্রিবিধ।
প্রকৃতির ভেদে কর্ম্ম আহার ত্রিবিধ ॥

ত্রিবিধ ধর্ম্ম

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ, কর্ত্তব্য বলিয়া।
শাস্ত্রবিধি মতে কর্ম্ম করিলে বুঝিয়া ॥
কর্ম্মফল ভগবানে করিয়া অর্পণ।
শ্রদ্ধা করি করে কর্ম্ম সত্ত্ব-গুণিগণ ॥

দম্ভ, অহঙ্কার করি ফলকামী জন।
পূজা, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, মহত্ত্ব দর্শন ॥

করিবারে অহঙ্কারে যজ্ঞ পূজা করে।
রাজসিক কর্ম্ম তা'রে বলে সব নরে॥

বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দানাদি-বর্জ্জিত।
অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠিত॥
দক্ষিণা না দিয়া স্বধু 'বাহ্বাস্ফোট' ভণে।
তামাসিক কর্ম্ম তা'রে কয় নরগণে॥

ত্রিবিধ তপ

দেব, দ্বিজ, গুরু-পূজা, বিদ্বান পূজন।
সরলতা, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য্যে মন॥
অহিংসা, শুচিতা, শ্রদ্ধা 'তপঃ শারীরিক'।
সত্য, প্রিয়, হিতবাদী তাপস নির্ভীক॥

শাস্ত্রাভ্যাসে রত সদা, বাক্য সুমধুর।
'বাঙ্ময় তপস্যা' তা'রে বলে সুচতুর॥

চিত্তে সরলতা, মুখে প্রসন্নতা ভাব।
অকপট ব্যবহার, কোমল স্বভাব॥
সংযমী ও ধ্যানী, মৌনী, সদাশুদ্ধ মন।
'মানসিক তপ' বলি জানে সর্ব্বজন॥
পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপ করে যেই জন।
সাত্ত্বিক তপস্যা তা'রে বলে সাধুগণ॥

সাধু নাম ফলাইয়া পে'তে পূজা মান।
অনিশ্চিত ফল জানি করে অনুষ্ঠান॥

'রাজস-তপস্যা' বলি লোকে বলে তায়।

পরের পীড়ন তরে উগ্রতপস্যায় ।।
উপবাস, শীত, গ্রীষ্মে, নানা কষ্ট পায়।
'তামস তপস্যা' বলি' তা'রে বলা যায় ॥

ত্রিবিধ দান

কর্ত্তব্য বলিয়া দান উপযুক্ত দেশে।
অনুপকারী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা নির্ব্বিশেষে ॥
প্রত্যুপকারের আশা, কামনা বিহীন।
দরিদ্রে সাত্ত্বিক দান কয় সুপ্রবীণ ॥

প্রত্যুপকারের আশা, স্বর্গাদি কামনা।
মনে কষ্ট, অনিচ্ছা বা উদ্ধত বাসনা ।।
যদি মনে 'দানী আমি' অহঙ্কার থাকে।
রাজসিক দান বলি লোকে বলে তা'কে ॥

অনুপযুক্ত প্রদেশে, অপাত্রে, অকালে।
অসৎকার-পূর্ব্ব দান থাকি মায়াজালে ॥
পাত্রকে অবজ্ঞা করি যদি করে দান।
'তামসিক দান' তা'রে কহে মতিমান্ ॥

সন্ন্যাস ও ত্যাগ

কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ 'সন্ন্যাস' আখ্যান।
কর্ম্মফল ত্যাগ 'ত্যাগ' কহে মতিমান্ ॥

কর্ম্ম মাত্র দোষযুক্ত সাংখ্য-শাস্ত্রে কয়।
যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম্ম ত্যাজ্য কভু নয়॥
যজ্ঞ, দান, তপ-কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি কর।
ফলকাঙ্ক্ষা ত্যজি' কর্ম্ম আচরিবে নর॥
কর্ত্তৃত্বের অভিমান, আসক্তি বর্জ্জন।
শুদ্ধ, শান্ত-চিত্তে কর্ম্ম করে মুনিগণ॥
স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম না করিয়া ত্যাগ।
লোকশিক্ষা তরে কর্ম্ম আচরিলে যাগ॥
দুঃখের জনক বলি কায়ক্লেশ তরে।
স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যদি ত্যাগ করে॥
'রাজসিক ত্যাগ' বলি তা'রে বলা যায়।
প্রকৃত ত্যাগের ফল তা'তে নাহি পায়॥
কর্ত্তৃত্বাভিমান, ফল, কামনা বর্জ্জন।
কেবল কর্ত্তব্য বলি কর্ম্ম সমাপন॥
তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ ; দেহধারি জন—
নিঃশেষে ত্যজিলে কর্ম্ম, থাকিবে জীবন ?

কর্ম্ম-সিদ্ধির কারণ

অহঙ্কার কর্ত্তারূপে, ইন্দ্রিয় করণ।
প্রাণাদি পঞ্চের চেষ্টা, দেহাধিকরণ॥
অনুকূল দৈব হ'লে এ পাঁচের যোগে!
নিষ্পাদিত কর্ম্মে সবে সুখদুঃখ ভোগে॥
যে দুর্ভাগ্য, উদাসীন নির্লিপ্ত আত্মায়।
কর্ত্তা বলি' ভাবে অজ্ঞ, দেখিতে না পায়॥

'আমি কর্ত্তা' এইভাব যাঁর নাই মনে।
'স্থিত-প্রজ্ঞ' তাঁ'রে বলে সব জ্ঞানি-জনে ॥
জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা, তিন কর্ম্মে রয়।
করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় ॥
এইরূপ জ্ঞান যদি পায় কোন জন।
ত্রিলোক নাশিয়া তিনি হত্যা লিপ্ত ন'ন ॥

ত্রি-বিধ জ্ঞান

ভিন্নরূপে প্রকটিত সর্ব্ব-বস্তুময়।
ভগবান্ আত্মারূপে প্রকটিত র'য় ॥
'ব্রহ্মের বিভূতি-বিশ্ব' এইরূপ জ্ঞান।
যবে হয়, তাঁ'রে বলে 'সাত্ত্বিক বিজ্ঞান' ॥

ভিন্ন দেহে ভিন্ন আত্মা অসম্পূর্ণ জ্ঞান।
তাহাকেই বলে জ্ঞানি 'রাজসিক জ্ঞান' ॥

অযৌক্তিক, অযথার্থ, ভীষণ তার্কিক।
তত্ত্ব অনুভূতি নাই, অধর্ম্মে নির্ভীক্ ॥
নিজে নাহি জানি, পরে পথ প্রদর্শন।
'তামসিক-জ্ঞানী' তারে কয় জ্ঞানিজন ॥

ত্রি-বিধ কর্ম্ম

অবশ্য কর্ত্তব্য জানি' ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগে।
বিদ্বেষ বর্জ্জন করি', অতি অনুরাগে ॥
'সাত্ত্বিক-কর্ম্মের' নর করে অনুষ্ঠান।

অহঙ্কারী, ফলাকাঙ্ক্ষী, উদ্ধত, অজ্ঞান।—
বহুক্লেশে রাজসিক কর্ম্ম-অনুষ্ঠান॥
ভাবি-ফল না জানিয়া প্রাণি-হিংসা করে।
নিজের সামর্থ্য অর্থ কিছু না বিচারে॥
পরিণামে হানি হওয়া সম্ভাবনা জানি'।
মোহে কর্ম্মারম্ভ করে 'তামসিক' প্রাণী॥

ত্রি-বিধ কর্ত্তা

আসক্তি ও অহঙ্কার-শূন্য, ধৈর্য্যশীল।
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সদা থাকে অনাবিল॥
হর্ষ ও বিষাদ নাই চিত্ত নির্ব্বিকার।
জানিবে 'সাত্ত্বিক-কর্ত্তা' সর্ব্ব-জ্ঞানাধার॥

কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী সদা পরস্বাভিলাষী।
বিষয়-আসক্ত, পর-পীড়ক, বিলাসী॥
সিদ্ধিলাভে হর্ষান্বিত, অসিদ্ধিতে দুখ।
'রাজসিক কর্ত্তা' সেই মনে নাই সুখ॥

অনম্র, বঞ্চাকাসভ্য, অলস চঞ্চল।
বিষাদীও দীর্ঘসূত্রী, নির্ব্বোধ, চপল॥
পর অপমান করি মহাসুখ পায়।
'তামসিক-কর্ত্তা, বলি' তাঁ'রে বলাযায়॥

ত্রি-বিধ বুদ্ধি

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিসে হয় ভয়।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি-বুদ্ধি, কিসে বা নির্ভয়॥

কিসে বন্ধ, কিসে মোক্ষ যে বুদ্ধিতে জ্ঞান ।
সকলে 'সাত্ত্বিক-বুদ্ধি' করেন আখ্যান ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্য বুঝা নাহি যায় ।
'রাজসী বুদ্ধিতে' লোক বহুকষ্ট পায় ॥

মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি বলে বিপরীত বোধ ।
তাহাকে 'তামসী বুদ্ধি' বলেন সুবোধ ॥

ত্রি-বিধ ধৃতি*

ঐকান্তিক একাগ্রতা যে ধৃতিতে রয় ।
প্রাণও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নিয়মিত হয় ॥
বলেন 'সাত্ত্বিকীধৃতি, সব গুণিগণ ।
বুদ্ধি, ধৃতি বলে চিত্তে নিয়ন্ত্রিত হ'ন ॥

ধর্ম্ম, কাম, অর্থকেই যেই ধৃতি ধরে ।
প্রসঙ্গত ফলাকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ নাহি করে ॥
'রাজসিকধৃতি' তা'রে কয় সর্ব্বজন ।

যে ধৃতি দুর্বু দ্ধি দেয় নিদ্রাপরায়ণ ॥
বিষাদ ও ভয় শোক না ছাড়ে কখন ।
তাহাকে 'তামসীধৃতি' বলে নরগণ ॥

ত্রি-বিধ সুখ

যে সুখে অভ্যাস ক্রমে আনন্দ অসীম ।
দুঃখ অন্ত হয় ; পুনঃ সুখ অপ্রতিম ॥

*ধৃতি—ভালমন্দ নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য্য । যে শক্তি দ্বারা সেই নির্ণয় বা নিশ্চয় স্থির থাকে, ইন্দ্রিয়াদি যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া অবিচলিত ভাবে বুদ্ধির নিশ্চয়ানুসারে কার্য্য করে, সেই শক্তিই ধৈর্য্য বা ধৃতি ।

অগ্রে বিষতুল্য বোধ, অন্তিমে অমৃত।
তাহাই 'সাত্ত্বিক সুখ', ধর্ম্ম-বুদ্ধিকৃত॥

বিষয়ে ইন্দ্রিয় যোগে সুখ অনুপম।
পরিণামে বিষ-তুল্য, অমৃত প্রথম॥
বিষয় সংযোগ আর কামিনী কাঞ্চন।
'রাজসিক সুখ' তা'রে বলে সর্ব্বজন॥

প্রথমে ও পরিণামে বুদ্ধিও আত্মার।
মোহ উৎপাদন করে, আকাঙ্ক্ষা অপার॥
কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি, নিদ্রা, আলস্য, উন্মন।
নিদ্রাও খেলায় করে, সময় কর্ত্তন॥
'তামসিক সুখ' তা'রে বলে সর্ব্বজন।
ত্রিলোকের প্রাণিগণ গুণমুক্ত ন'ন॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কর্ম্ম

তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, দম, শম, জ্ঞান।
ঋজুতা, অস্তিক্য-বুদ্ধি, অহিংসা, বিজ্ঞান॥
'ব্রাহ্মণের কর্ম্ম' বলি জানিবে নিশ্চয়।
স্বধর্ম্মে থাকিলে তব নাহি কোন ভয়॥

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম্ম-দক্ষ প্রাণ।
অপরাঙ্মুখতা যুদ্ধে, মুক্ত-হস্তে দান॥
সাম, দান, ভেদ, দণ্ডে প্রজাকে শাসন।
'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম' সদা প্রজাকে পালন॥

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, করে বৈশ্যগণ।
এ তিন জাতির সেবা করে 'শূদ্র-জন'॥
অল্প বা বিস্তর দোষ কর্ম্মমধ্যে রয়।
অগ্নি যথা স্বভাবতঃ ধূমাবৃত হয়॥
স্বধর্ম্মে করিয়া কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ।
দোষ-দুষ্ট হইলেও ইষ্ট তুষ্ট হ'ন॥

উপসংহার

বিশুদ্ধ সত্ত্বিক বুদ্ধি ধৈর্য্য-যুক্ত মন।
চঞ্চলতা, রাগ, দ্বেষ করিয়া বর্জ্জন॥
ইন্দ্রিয়-বিষয় ত্যজি' নির্জ্জনে প্রবাস।
মিত-ভোজী, অল্পভাষী, বৈরাগ্যের দাস॥
দেহ ও মনকে সদা করিয়া সংযত।
সর্ব্বদা থাকিবে শান্ত ধ্যান-যোগে রত॥
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ।
বাহ্যভোগ সাধনার্থ প্রাপ্ত-দ্রব্য ভোগ॥
প্রথমে ত্যাজিবে, পরে মমত্ব বর্জ্জন।
করিয়া, প্রশান্ত চিত্তে ধ্যানে দিবে মন॥
এইভাবে ক্রমে যদি ব্রহ্মভাব হয়।
সর্ব্ব-সুখ অধিকারী হইবে নিশ্চয়॥
ঈশ্বরে সমাধি হ'লে আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়।
অবশ্য হইবে তুমি ভগবানে লয়॥
যাঁহা হ'তে জন্মে জীব কর্ম্মে চেষ্টা হয়।
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী যাঁহার উদয়॥

তাঁহার অর্চ্চনা দ্বারে সিদ্ধিলাভ করি'।
অনায়াসে যাও সবে ভব-সিন্ধু তরি'॥
কিরূপ ঈশ্বর, তাঁ'র কিরূপ বিভাব।
কি বিভূতি, কিবা ভাব, কিরূপ স্বভাব॥
জানিয়া তাঁহারে তুমি কর সিদ্ধিলাভ॥

বিশ্বময়, বিশ্বরূপ,—সগুণ, নির্গুণ।
ছোট, বড়, কাছে দূরে পুরাণ, নতুন॥
সকলের মনচোর সুন্দর, সুন্দর!
ভিতরে বাহিরে তিনি দয়ার সাগর॥
কর্ম্ম-দোষ নাশকারী, ভক্তির ভাজন।
একান্তে চরণে কর প্রাণ সমর্পণ॥
ঈশ্বর হৃদয়-দেশে করি অবস্থান।
মায়া-রজ্জু দিয়া সবে পুতুল নাচান॥
তাঁ'র অনুগ্রহে হয় মোক্ষধাম লাভ।
অনুগত জনে দয়া তাঁহার স্বভাব॥
ভগবানে মন দাও, পূজা, ভক্তিসার।
তাঁহাতে প্রণত হও কর নমস্কার॥
সকল করিয়া ত্যাগ তাঁহাকে শরণ।
সর্ব্বপাপ হ'তে তিনি করিবে মোচন॥

বেদোপনিষদ ধেণু করিয়া দোহন।
মানব কল্যাণী কথা করিল স্থাপন॥
সে অমৃত পানে হ'বে ভগবানে মতি।
দেহ-ত্যাগে সুনিশ্চয় বিষ্ণুলোকে গতি॥

বহু আকাঙ্ক্ষিত এই গীতা-ধর্ম্মসার।
'গীতা-মাধুকরী' নামে হইল প্রচার ॥
সংক্ষেপ এ তত্ত্ব-কথা প্রত্যহ যে জন।
ভক্তি-পূত মনোযোগে করে অধ্যয়ন ॥
ছোট, বড়, তুমি, আমি সব নষ্ট হয়।
সর্ব্ব-পাপ ক্ষয় হ'য়ে ভগবানে লয় ॥
"ওঁ তৎ সৎ।"

———

